CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-308 ■ 18 August, 2025 ■ আগরতলা ১৮ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিহারে ভোটার তালিকা বিতর্কে কমিশনের পাল্টা জবাব

রাহুলের অভিযোগের শপথপত্র চাইলো ইসি

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ।। নির্বাচন কমিশন রবিবার ভোটার তালিকা অনিয়মের অভিযোগকে তীব্রভাবে খারিজ করে দিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, বিহারে চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন পুরোপুরি স্বচ্ছ ও আইনসম্মতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, "ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা ও কমিশনের নিরপেক্ষতা অটুট আছে।"

এই মন্তব্য আসে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাম্প্রতিক "ভোট চুরি" অভিযোগের প্রেক্ষিতে। কুমার প্রশ্ন তোলেন, "যখন বিহারের সাত কোটির বেশি ভোটার কমিশনের সঙ্গে আছেন, তখন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কীভাবে?"

তিনি জানান, ভোটার, রাজনৈতিক দল এবং বুথ লেভেল অফিসাররা তালিকা যাচাই করে স্বাক্ষর করেছেন এবং ভিডিও সাক্ষ্যও জমা দিয়েছেন। অথচ কিছু রাজনৈতিক নেতা ইচ্ছে করে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

ভোটারদের ছবি অনুমতি ছাড়া প্রচারে আনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সিইসি বলেন, "কমিশন কি কোনও ভোটারের মা বা কন্যার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করতে পারে? তাহলে অন্যরা কীভাবে এগুলো প্রচার করেন?"এভাবেই তিনি রাহুল গান্ধীর প্রকাশিত ভোটার নথির সমালোচনা করেন।

কুমার জানান, ভোটে এক কোটিরও বেশি কর্মী, ১০ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট ও ২০ লক্ষ পোলিং এজেন্ট যুক্ত থাকেন। এত বিশাল ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় "ভোট চুরি"র অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি দ্বৈত ভোটদানের অভিযোগও উড়িয়ে দেন।

সিইসি স্মরণ করিয়ে দেন, নির্বাচনের ফলাফল সুপ্রিম কোর্টে ৪৫ দিনের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা যায়। এর পর অভিযোগ তোলা মানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার। একইসঙ্গে, তিনি জানান, ২০১৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী মেশিন-রিডেবল ভোটার তালিকা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে পারে, তাই ওয়েবসাইটে কেবল সার্চেবল লিস্টই দেওয়া হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, জ্ঞানেশ কুমার ঘোষণা করেন, রাহুল গান্ধীকে সাত দিনের মধ্যে শপথপত্র জমা দিতে হবে তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য। না হলে "ভোট চুরি"র দাবি ভিত্তিহীন বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন যে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কর্নাটকের মহাদেবপুরা আসনে এক লক্ষের বেশি ভোট 'চুরি' হয়েছে ভুয়া এন্ট্রি ও একাধিক কারচুপির মাধ্যমে। কিন্তু কমিশনের একাধিক তাগাদা সত্ত্বেও তিনি এখনও কোনও হলফনামা জমা দেননি।

বিহারের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কুমার বলেন, গত দুই দশকে না হলেও এ ধরনের বিশেষ সংশোধন দেশজুড়ে একাধিকবার হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ভোটার তালিকার শুদ্ধি। তিনি জানান, বিহারে কাজ শুরু হয়েছিল ২৪ জুন এবং শেষ হয় প্রায় ২০ জুলাই। ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ খোলা থাকবে।

এ প্রসঙ্গে কুমার বলেন, "আমরা বারবার রাজনৈতিক দলগুলিকে অনুরোধ করেছি ভুলগুলো জানাতে। কিন্তু ১ আগস্ট থেকে আমাদের দৈনিক বুলেটিন বেরনোর পর থেকে এখনও কোনও আপত্তি আসেনি। এর মানে হয় তালিকাটি একেবারেই সঠিক, নয়তো দলগুলো হোমওয়ার্ক করেনি।" প্রেস ব্রিফিংয়ের পর কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে। দলটি অভিযোগ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিহারে রাহুলের ভোটার অধিকারের যাত্রা শুরু

পাটনা, ১৭ আগস্ট ।। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী রবিবার বিহারে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন দলের 'ভোটার অধিকারের যাত্রা'। ১৬ দিনব্যাপী এই পদযাত্রা ১,৩০০ কিমিরও বেশি পথ অতিক্রম করে রাজ্যের ২০টিরও বেশি জেলা ঘুরে ১ সেপ্টেম্বর পাটনায় মহাসভায় শেষ হবে। যাত্রার সূচনা হয়েছিল সাসারামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদ যাদব ও তেজস্বী যাদবসহ জোটসঙ্গী শীর্ষ নেতারা।

রাহুল গান্ধী এক্স-এ লিখেছেন, "১৬ দিন, ২০ জেলা, ১,৩০০ কিমি। ভোটার অধিকারের যাত্রা নিয়ে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। এ লড়াই সবচেয়ে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার — 'এক ব্যক্তি, এক ভোট' রক্ষার লড়াই। সংবিধান বাঁচাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।"

যাত্রার সূচনায় লালু প্রসাদ যাদব বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে বিরোধী ঐক্যের ডাক দেন। তিনি বলেন, "চোরদের সরাও, আমাদের জিতাও।"

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ এই পদযাত্রাকে শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংবিধানিক সংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর কথায়, "ভোটার অধিকারের যাত্রা কেবল রাজনৈতিক পদযাত্রা নয়। এটি একটি নৈতিক ও সাংবিধানিক লড়াইগণতন্ত্র রক্ষার, 'এক ব্যক্তি, এক ভোট'-এর পবিত্রতা রক্ষার, যাতে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতারণা, কারচুপি ও স্বৈরাচারী নকশায় ছিনিয়ে নেওয়া না হয়।"এই যাত্রা অরঙ্গাবাদ, গয়া, নালন্দা, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উপরাষ্ট্রপতি পদে এনডিএ প্রার্থী সি পি রাধাকৃষ্ণন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট ।। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি.পি. রাধাকৃষ্ণনকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ'র প্রার্থী ঘোষণা করা হলো। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "সি.পি. রাধাকৃষ্ণন তামিলনাড়ুতে সমাজের সকল স্তরে সম্মানিত একজন রাজনীতিক। আমরা বিরোধী দলগুলির সঙ্গেও কথা বলব, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নির্বাচিত করা যায়।"

বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের দায়িত্ব পালন করছেন সি.পি. রাধাকৃষ্ণন। ২০২৪ সালে তিনি এ পদে আসীন হন। এর আগে প্রায় দেড় বছর ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল থাকা অবস্থায় তাঁকে অস্থায়ীভাবে তেলেঙ্গানা ও পুদুচেরির প্রশাসনিক দায়িত্বও সামলাতে হয়েছিল।

চার দশকের বেশি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। কংগ্রেসনগরী কোয়েম্বাটুর থেকে দু'বার লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। প্রথমবার ১৯৯৮ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৯ সালে। সাংসদ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন আইনের শতাধিক ধারায় পরিবর্তন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদন জন বিশ্বাস ২.০ বিল, আজ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট।। কেন্দ্র সরকার আগামী সোমবার লোকসভায় জন বিশ্বাস (বিধি সংশোধন) বিল, ২০২৫ পেশ করতে চলেছে, যা বিভিন্ন আইনের শতাধিক ধারায় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি প্রথমবার অপরাধ করলে জরিমানা না দিয়ে 'উন্নয়ন নোটিশ' দেওয়ার নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে। এই বিল ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে এবং এর লক্ষ্য দেশের প্রশাসনে বিশ্বাসভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক ও ব্যবসার জন্য নিয়মিত প্রক্রিয়া সহজতর করা।

বিলে প্রথমবার কোনো অপরাধ হলে সরাসরি জরিমানা না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। দ্বিতীয়বার অপরাধে একই পরিমাণ জরিমানা ধার্য থাকবে এবং পরবর্তী অপরাধে তা বাড়ানো হবে, তবে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে। এই 'জানাও—সংশোধন করো—তারপর জরিমানা' মডেল জন বিশ্বাস ১.০-এর 'প্রথমবার ধরা পড়লেই জরিমানা' নীতির পরিবর্তন, যা ব্যবসা ও জীবনযাত্রায় সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের জন বিশ্বাস আইনে ১৮০টির বেশি বিধান থেকে অপরাধমূলক শাস্তি বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার এই বিলের মাধ্যমে আরও ১০০টির বেশি বিধানে এ ধরনের সংশোধন আনা হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগে জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবসে বলেছিলেন, দেশের এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় আইন রয়েছে যা ছোটখাটো ভুলের জন্য মানুষকে জেলে পাঠায়, সেগুলো বাতিল করা জরুরি। উল্লেখযোগ্য হলো, ফুড কর্পোরেশন আইন এবং ভারতীয় বন আইনসহ একাধিক আইনে ইতিমধ্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা শিথিল করে শুধু জরিমানা রাখার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নতুন বিলের মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও মানবিক ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

মর্মান্তিক! পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু নবদম্পতির, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ আগস্ট।। কমলাসাগর কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে ইকোগাড়ি ও স্কুটির সংঘর্ষে মৃত্যু হল স্বামী-স্ত্রীর। ভয়াবহ এই যান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম দিবাকর ঘোষ ও প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, দিবাকর বিলোনিয়া গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মরত ছিল।

জানা যায়, রবিবার দুপুরে কমলাসাগর কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরে দিবাকর ঘোষ ও তার স্ত্রী প্রিয়াংকা ঘোষ সহ দিবাকর ঘোষের মা বাবা ও মাসি প্রত্যেকে পুজো দিতে যান। কসবেশ্বরী মায়ের মন্দিরের পুজো দিয়ে মাকে ছেলে দিবাকর ঘোষ বলে মা বাবা মাসি তোমরা অন্য গাড়ি করে বাড়ি চলে যাও আমি প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে বিশালগড় নৌকাঘাট ঘুরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দল বিরোধী কার্যকলাপ

বহিষ্কৃত খয়েরপুর মন্ডল সভাপতি মান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বহিষ্কার করা হলো যুব মোর্চার খয়েরপুর মন্ডল সভাপতি মান্না দে কে। গত ২৪-৫-২০২৫ তারিখে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ তার বহিষ্কারপত্র প্রকাশ করেছে প্রদেশ বিজেপি।

প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিতের স্বাক্ষরিত এই বহিষ্কারপত্রে লেখা রয়েছে, দলের নজরে এসেছে যে, মান্না দে ব্যক্তিগত জীবনের ভিডিওসমূহ সামাজিক মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছেন। এবং আরও কিছু ভিডিও বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। যা একজন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে রক্তদান শিবির

দেহদান, অঙ্গদানেও জনগনকে সচেতন করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন গণজাগরণের রূপ পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, সংগঠন স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। আমরা অন্নদান, বস্ত্রদানের মতো অনেক সামাজিক কাজ করি। তবে রক্তদান সবকিছুর উর্দ্ধে। মোহনপুরের আদরনি টি অ্যাস্টেটস্থিত সিআরপিএফ-এর গ্রুপ সেন্টারে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলা এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ৫১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সদস্য সঞ্জীব দত্ত মরনোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রক্ত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়না। রক্তদানের মাধ্যমেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ডাক্তার নিয়োগে নম্বর বিতর্ক

হিতে বিপরীত হতে পারে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। সম্প্রতি সরকারি চিকিৎসক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষায় মাত্র ১০০ তে ১৪ নম্বর পেয়েও ডাক্তার নিয়োগের ঘটনা সামনে আসতেই তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, এটা অবশ্যই ভালো যে এতদিন পর চিকিৎসা খাতে ডাক্তার নিয়োগ হচ্ছে। তবে ডাক্তারের কোয়ালিটির বিচার না করে এভাবে নিয়োগ করা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। একজন চিকিৎসকের সাধারণ জ্ঞান থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকলে রোগীর সমস্যা আরও বাড়তে পারে। মানিক সরকারের মতে, ১০০তে মাত্র ১৪ নম্বর পাওয়া প্রার্থীদের ভিত্তি করে যদি নিয়োগ দেওয়া হয়, তবে তাঁদের হাতে গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া বিপজ্জনক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মসজিদে মাংস, চাঞ্চল্য কৈলাসহরে, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ আগস্ট।। শতবর্ষ প্রাচীন মসজিদের ভিতরে শুকরের মাংস এবং একটি চিঠি পাওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্যেই এই কাজ ঘটিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ঘটনা কৈলাসহরের টিলাবাজার এলাকায়।

উল্লেখ্য, কৈলাসহরের ইরানি থানার অন্তর্গত টিলাবাজার এলাকায় শতবর্ষ প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। প্রতিদিন টিলাবাজার জামে মসজিদে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা। টিলাবাজার সহ আশপাশ এলাকায় নব্বই শতাংশ মানুষই মুসলিম ধর্মাবলম্বী। রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে হঠাৎ টিলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম দেখতে পান যে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১৮ আগস্ট২০২৫ইং
১ ভাদ্র, সোমবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কর্মসংস্থানের লক্ষ্য

স্বাধীনতা দিবসের দিন নতুন স্বপ্ন দেখাইলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি কর্মসংস্থান প্রকল্পের ঘোষণা করিয়াছেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হইল বেসরকারি খাতে তরুণ-তরুণীদের প্রথম চাকরিতে সহায়তা করা।প্রধানমন্ত্রী মোদী জানাইয়ায়েছেন, ' ১৫ই অগাস্টের দিনেই আমরা দেশের যুবকদের জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চালু করছি। আজ থেকে "প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা" কার্যকর করা হইতেছে।এই নতুন কর্মসূচির অধীনে, বেসরকারি খাতে প্রথম চাকরি পাওয়ার পর তরুণ-তরুণীরা সরকার থেকে ১৫,০০০ টাকা সরাসরি পাইবেন। পাশাপাশি, যে সংস্থাগুলি বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করিবে, তাহারা এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাইবে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই যোজনা প্রায় ৩.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করিবে এবং একই সাথে কোম্পানিগুলোকে আরও কর্মী নিয়োগে উৎসাহিত করিবে।প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তির উপর সরকারের জোর দেওয়ার বিষয়টিও তুলিয়া ধরেন। তিনি সেমিকন্ডাক্টর খাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং স্মরণ করাইয়া দেন যে, ভারত কয়েক দশক আগে এই সুযোগ হাতছাড়া করিয়াছিল। মোদী বলেন, 'সেমিকন্ডাক্টর কারখানার ধারণা ৫০-৬০ বছর আগে আসিয়াছিল। এই ধারণাটি অঙ্কুরেই বিনাশ করা হইয়াছিল। আমরা ৫০-৬০ বছর হারাইয়াছি।প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন, ভারত এখন "মিশন মোডে" কাজ করিতেছে নিজস্ব চিপ তৈরির জন্য, এবং এ বছরের শেষের দিকে "মেড ইন ইন্ডিয়া" সেমিকন্ডাক্টর পণ্য বাজারে আসিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। তিনি বলেন, 'আমরা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে মিশন মোডে কাজ করিতেছি... এ বছরের শেষের মধ্যে, ভারতে তৈরি সেমিকন্ডাক্টর চিপ বাজারে আসিবে। ফলে ভারত কর্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবে।

হরসিল ও কাঠুয়ায় বিপর্যয়: হিমালয়ে মেঘভাঙা ও হঠাৎ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কাজনক ইঙ্গিত

দেরাদুন, ১৭ আগস্ট : হিমালয়ের বিভিন্ন অংশে সম্প্রতি ঘন ঘন মেঘভাঙা, আকস্মিক বন্যা এবং অতি বৃষ্টির ঘটনা সামনে এসেছে, যা শুধু স্থানীয় জনগণ নয়, গোটা দেশের জন্যই উদ্বেগজনক। উত্তরাখণ্ডের হরসিলের কাছে ধারালি গ্রামে ৫ আগস্ট ঘটে এক ভয়াবহ মেঘভাঙার ঘটনা, যেখানে ভারতীয় সেনার ঘাঁটির পাশেই কাদা ও পাথরের স্রোতে বহু ঘরবাড়ি এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। ঘটনায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ এখনও নিখোঁজ।

এর পাশাপাশি, হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলার থুনাগ এলাকাও জুলাই থেকে ভয়াবহ জলসংকটে ভুগছে। বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে পানীয় জল সরবরাহের সমস্ত পরিকাঠামো, যেমনমেশিনারি, পাইপলাইন ও ট্রান্সফর্মার। একই ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায়, যেখানে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে মেঘভাঙা ও হঠাৎ বন্যায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এইসব ঘটনা এককভাবে প্রাকৃতিক নয়; এর পেছনে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, বন উজাড়, হিমবাহ হ্রদের গঠন ও বিস্ফোরণ, এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ ও জমির ব্যবহার। ২০২৪ সালে বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, হিমালয় অঞ্চলের এই ধরণের আকস্মিক বন্যা মূলত প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপাদানের মিলিত ফল। মেঘভাঙা বৃষ্টির পাশাপাশি হিমবাহ গলে গঠিত হ্রদের পরিমাণ ও আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় যেকোনও সময় ঘটতে পারে গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স ফ্লাড।

২০১৩ সালের কেদারনাথ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও এমনই একটি হিমবাহ হ্রদ ফেটে পড়েছিল, যেখানে অকাল বর্ষণ ও মেঘভাঙার কারণে প্রায় ৬ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারান। একটি ২০২৩ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০৬ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর গড়ে ৩৩২ গিগাটন বরফ গলেছে। সেই সঙ্গে ১৯৯০ সালের পর থেকে গ্লেসিয়াল লেকের সংখ্যা বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। এই পরিস্থিতিতে ভারত, পাকিস্তান, চিন ও পেরু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, কারণ এই দেশগুলোতে হিমবাহ হ্রদের ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করেন।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব দুর্যোগ কখন ঘটবে তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না, যা পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। ফলে হিমালয় অঞ্চলকে ঘিরে এখনই জরুরি সতর্কতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং স্থানীয় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গড়ে তোলা উচিত একটি কার্যকর দুর্যোগ মোকাবিলা নেটওয়ার্ক।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন আর ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা নয়এটা বর্তমানে ঘটছে। আর হিমালয় অঞ্চলে বারবার প্রকৃতির এই ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে।

সিসোদিয়াই 'আপ'-এর কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছেন: মোহালির ডেপুটি মেয়র কুলজিত সিং বেদি

মোহালি, ১৭ আগস্ট: মোহালি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র কুলজিত সিং বেদি সিনিয়র আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা মণীষ সিসোদিয়ার বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। সম্প্রতি এক সভায় সিসোদিয়া প্রকাশ্যে বলেন, "মিথ্যে বললেও, 'সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ' প্রয়োগ করেওযেভাবেই হোক, ২০২৭ সালের নির্বাচন জিততেই হবে।" এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বেদি কটাক্ষ করে বলেন, "মণীষ সিসোদিয়া নিজেই আপ-এর কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছেন। এখন পাঞ্জাববাসী নিজেরাই "সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ" নীতিতে দলটিকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবে।"

বেদির দাবি, একজন সিনিয়র নেতার মুখে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি বলেন, "এটা আপ-এর আসল মুখোশ উন্মোচন করেছে। এই দলের একমাত্র লক্ষ্য হলো যেকোনও মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখা, জনকল্যাণ নয়।" ডেপুটি মেয়রের অভিযোগ, আপ ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে সব দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন সিসোদিয়ার বক্তব্যই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে দলটির কোনও সুস্পষ্ট দিশা বা জনস্বার্থমূলক পরিকল্পনা নেই। তিনি আরও বলেন, "যাঁরা এমন মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করেন, তাঁদের অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত।"

শতবর্ষে চিরতরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

মুহম্মদ মতিউল্লাহ্

গত শতকের বাংলা কবিতার ধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্য একটি উল্লেখযোগ্য নাম। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতায় একটি স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত কবি হিসেবে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন। ১৯২৬ সালের ১৫ অগাস্ট (মতান্তরে ১৬ অগাস্ট) জন্ম্য এবং ১৯৪৭ সালের ১৩ মে জীবনাবসান। মাত্র একশ বছর বেঁচে ছিলেন সুকান্ত। তার মধ্যে তাঁর লেখালেখির জীবন মাত্র পাঁচ বছরের। চির কিশোর সেই কবি আজ শতবর্ষে এসে পড়লেন। বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে আজও সুকান্ত আঠারো বছরের দুঃসহ যন্ত্রণা পার করা একুশ বছরের অবিনশ্বর যৌবন। সেই কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক আজ শতবর্ষে। কিন্তু আজও বাঙালি কবিতা পাঠকের চোখের সামনে ভাসে গালে হাত রাখা একটি স্ট্রাইপ দেওয়া কোট পরে কিশোর সুকান্তের সেই ছবিটি। তার বয়স বাড়ে না কখনো। ইতিহাসের বেদনারিক্ত নায়ক হয়ে বেঁচে থাকেন কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।শতাব্দীর রাক্ষুসী বেলায় সুকান্ত ভট্টাচার্যকবিতা লিখতে এসেছিলেন। তাঁর দেশ, অস্থির স্বদেশভূমি হয়েছে তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়। তেমনি বিশ্বজোড়া টালমাটাল পরিবেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজবাস্তবতা তাঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তাঁর সহজাত রোমান্টিক মনের সংক্ষুব্ধ আততি তাঁর কবিতাকে করেছিল আরও স্বপ্ন-নিবিড়।

ব্রিটিশের হাতে পরাধীন তাঁর স্বদেশ। পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতার লড়াই, আন্দোলন-প্রতিরোধ যেমন তাঁর কবিতার বিষয় হয়েছে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামে, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা প্রতিরোধের বানী রচনা করেছে। রাজনীতিক সুকান্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন শোষণমুক্ত শ্রেণি বৈষম্যহীন এক সমাজের। সাম্যবাদ ভাবনায় ওতপ্রোত কবি তাই ভেবেছিলেন তিনি আগে কম্যুনিস্ট তার পরে কবি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, রাজনীতিকে সুকান্ত তার নিজের করে নিয়েছিল। বাজনীতির কাঁধে চড়ে সে কবিতা লেখেনি। শ্রমজীবী মানুষের ব্যথা-যন্ত্রণার বানী রূপায়নে আমাদের সামনে সহজেই ভেসে ওঠে তাঁর জনপ্রিয় "রানার" কবিতার লাইনগুলি। "রানার।রানার। জানা-অজানার /বোকা আজ তার কাঁধে। বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে। চিঠি আর সংবাদে রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়/আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।" কমিউনিস্ট কবির - উপলব্ধি "অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ" এবং সাম্যবাদী আদর্শ লালিত কিশোর কবির মনে হয়, "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।" ইতিহাসের এক সংকটময় কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিও রেখে যান তাঁর গভীর শ্রদ্ধার অ্য, ঋণের খতিয়ান। "এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি। এখনো প্রাণের স্তরের স্তরে। তোমার গু দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।" সেই দেশজোড়া সংকটের কালে রবীন্দ্রনাথের দেখানো সক্রিয়তার পথকেই নিজের অন্বিষ্ট করে বলতে পেরেছিলেন। তাই আজ আমারও বিশ্বাস। "শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"।। তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে। দানবের সাথে সংগ্রামের তরে। দানবশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ নিয়েই সুকান্ত কলম ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখালেখির সময়কাল সাকুল্যে পাঁচ বছরের। জীবদ্দশায় তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয় নি। "কাব্যসমগ্র"তে সংকলিত হয়েছে ১৫২টি কবিতা। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অসংখ্য পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাঁর কবিতা। সুকান্ত যখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে প্রাণঘাতী অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন, তখনই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ছাড়পত্র" (জুন ১৯৪৭) প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, এই বইয়ের সমস্ত কবিতার ছাপানো ফাইল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যখন সুকান্তের হাতে দিলাম, তখন আনন্দে উঠে বসেছিল সুকান্ত। বই তাহলে সত্যিই বেরুচ্ছে। আসার সময় সুকান্তকে কথা দিয়ে এসেছিলাম- বই বেরোতে আর এক সপ্তাহ। সে সপ্তাহ না যেতেই সুকান্ত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।...

সুকান্তের দাদা সুশীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সেসময়ের ছাত্র আন্দোলনের যোগাযোগ ছিল। তাঁর বন্ধুরা নিয়মিত সুকান্তদের চদের বাড়িতে আসতেন। এবং সমকালীন বিশ্বরাজনীতি নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণ এসব নিয়ে তাঁদের আলোচনা চলতো। কিশোর সুকান্ত এসব আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এসব আলোচনা তাঁর মনোজগতে নানা ঢেউ তুলেছিল সন্দেহ নাই। এসময়ে তাঁর মনের হাজার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন মার্কসবাদে, সাম্যবাদে। এই সময়কালেই তাঁর হাতে পৌঁছে যাচ্ছে আবু সয়ীদ আইয়ুব-হীরেন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা"। পরিচিত হয়ে উঠছেন রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কবিতার সঙ্গে। পাশাপাশি পড়ছেন ম্যাক্সিম গোর্কি-র "মা", ইলিয়া এরিনবুর্গের "ফল অব প্যারিস"-এর মতো বই। দাদা অশোক ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সমসাময়িক যুগের সঙ্গে তাল রেখে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে সাম্যবাদ যে ভরসা যুগিয়েছিল তার মূল্য সুকান্তর জীবনে অপরিসীম।"

বেলেঘাটায় গড়ে উঠেছিল একটি কমিউনিস্ট পাঠ-চক্র। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেলেঘাটা অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতা যতীন চক্রবর্তী, সুশীল মুখার্জী। সুকান্ত শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময়ে সুকান্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। সুকান্তের দাদা মনোজের সঙ্গে ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যোগাযোগ। এই দাদাই সুকান্তকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, সুকান্তের যখন বালক বয়স তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি-এ পড়ছি। "পদাতিক" বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রিটের চায়ের দোকানে আমাদের আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর করে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। পড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলো সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমনকি বুদ্ধদেব বসুও কবিতার সেই খাতা পড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।... আজকের পাঠকেরা আমাদের সেদিনকার বিস্ময়ের কারণটা ধরতে পারবেন না। কারণ বাংলা কবিতার ধারা তারপর অনেকখানি বয়ে এসেছে। কোন কিশোরের পক্ষে ওই বয়সে ছন্দে অমন আশ্চর্য দখল, শব্দের অমন লাগসই ব্যবহার সেদিন ছিল অভাবিত।

১৯৪২ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং গোলাম কুদ্দুস এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একটি কবিতা সংকলন "একসূত্রে" (ডিসেম্বর ১৯৪২)। প্রকাশক ছিল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। সেখানে সুকান্ত ভট্টাচার্যের "মধ্যবিত্ত, ৪২" নামের একটি কবিতা সংকলিত হয়। একই বছরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বিষ্ণু দে-র সম্পাদনায় আরও একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রকাশনায়। নাম: "জনযুদ্ধের গান"। তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণে (সেপ্টেম্বর ১৯৪২) গৃহীত হয় সুকান্তের কবিতা "জনযুদ্ধের গান"। সুকান্ত এরপর নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। নানা ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর বাড়ির কাছেই কমিউনিস্টদের আস্তানা "জনরক্ষা সমিতি"। এসময় 'জন রক্ষা সমিতি'র পক্ষ থেকে সুকান্তর ওপর দায়িত্ব পড়ে খাদ্য আন্দোলনের নানা কর্মসূচির। রেশনের দোকানে লাইন সাজানো, সঠিকভাবে লাইন দেওয়ানোর মতো কাজ। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সুকান্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। এ অভিজ্ঞতা থেকেই সুকান্ত একদিন লিখেছিলেন "আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়"-এর মতো লাইন। অল্পদিনের মধ্যেই সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন। চল্লিশের দশকে একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর সঙ্গে যুক্ত হল ভয়াবহ এক সংকট, পঞ্চাশের মন্বন্তর। সুকান্তের সম্পাদনায় তখন প্রকাশিত হল "আকাল" (১৩৫১) নামের একটি সংকলন। ভূমিকায় সুকান্ত লিখছিলেন, 'তেরশ পঞ্চাশ সম্বন্ধে কোন বাঙালিকে লকে কিছু বলতে যাওয়া অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে। কেননা তেরশ পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সেই ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাড়া গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস।' দুর্ভিক্ষের সেই দুঃসময়ে পার্টি কর্মী হিসেবে সততার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন সুকান্ত। সুকান্তকে এরপর "জনযুদ্ধ" কাগজের সাংবাদিকতার কাজের ভার দেওয়া হয়। এবং বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম থেকে তাঁর পাঠানো সংবাদ ওই কাগজে দিনের পর দিন ছাপা হয়েছে। চল্লিশের দশকের এই সময়কালে সুকান্ত "কিশোর বাহিনী" নামে কিশোরদের সংগঠনের দায়িত্বে আসেন। সুকান্তের দায়িত্বে 'কিশোর বাহিনী'র নানা খবর প্রকাশিত হয়েছে "জনযুদ্ধ"পত্রিকায়। সে সময় কিশোর আন্দোলনের নেতা হিসেবে সুকান্তের রাজনৈতিক কর্মসূচি অনেক গুণ বেড়ে যায়। ব্যস্ততা বাড়ে। এই সময়ে এক চিঠিতে সুকান্ত বন্ধুকে তাঁর ব্যস্ততা জানিয়ে তাঁর কাজের তালিকা জানিয়েছিলেন এইভাবে ১. কিশোর বাহিনীর দুধের নতুন আন্দোলন শুরু হল। (১৪ জুনের জনযুদ্ধ দ্রষ্টব্য) ২. ১৫ই জুন A.I.S.F. cof. ৩. কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি। (ছাপাবো) ৪. ১৬ই জুন L.P.T.A.-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে। ৫. ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরি মিটিং। ৬. কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতে হবে। ৭. ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত। ৮. এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ। সুকান্তের স্বাস্থ্য কোনোদিনই ভালো ছিল না। প্রায়শই টুকিটাকি নানা অসুস্থতায় ভুগতেন। এর কারণ, সুকান্ত কোনোদিনই স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন না। জীবনযাপনের কোনো শৃঙ্খলা কোনোদিনই তিনি মানেননি। চারিদিকে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে কলকাতা বিপর্যস্ত, সুকান্তের গা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই জ্বর কমছেনা তাঁর। এসময় আর্থিক সংকটেও ভুগছেন সুকান্ত। পরিশ্রমের উপযুক্ত খাবার দাবারেরও অভাব ছিল তাঁর। এই দুঃসহ দিনে পরিপার্শ্বের উপর আস্থা হারাচ্ছেন। হতাশা তাঁকে গ্রাস করছে। এমনকি তাঁর পার্টিও তাঁকে হতাশ করেছে। পার্টির অবহেলায় হতাশ সুকান্ত এক চিঠিতে বন্ধু অরুণাচল বসু-কে সেদিন লিখেছেন, আমার খবর: শরীর মন দুইই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে ঠিক সেই সময় এসেছে আমার জীবনে... আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়তে দেখছি।... গত বছরের আগের বছর থেকে শরীর বিশেষ ভাবে স্বাস্থ্যহীন হওয়ার পর একান্ত প্রয়োজনীয় বায়ু "পরিবর্তনও" ঘটেনি, আমার সময় ও অর্থের অভাবে। পার্টি আর পরীক্ষার জন্য উঠে দাঁড়ানোর পর থেকেই খাটতে আরম্ভ করেছি; তাই ভেতরে অনেক ফাঁক থেকে গিয়েছিল।... হঠাৎ গত সপ্তাহে হৃদযন্ত্রের দুর্বলতায় শয্যা নিলুম। একটু দাঁড়াতে পেরেই দেড় মাস ধরে.... জন্যে অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসেবে... কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলুম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা। আর পেলুম চার দিনের জন্য পার্টি হাসপাতালের "ওষুধ পথ্যহীন"কোমল শয্যা। এত বড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনো হইনি। এ চিঠির তারিখ ২৮-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩। 'সুকান্ত সমগ্র'তে চিঠিটি স্থানে স্থানে বাদ দিয়ে ছাপা হয়েছে।

১৯৪৬ এর এপ্রিল মে মাস। সুকান্তের জ্বর কিছুতেই বাগ মানছে না। অসুখের খবর পেয়ে ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তাঁকে দেখতে এলেন বেলেঘাটার বাসায়। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির হাসপাতাল গড়ে উঠেছে বৌবাজারের একটি একতলায়- "রেডএড কিওর হোম"। পরে হাসপাতালটি স্থানান্তরিত হয় পার্ক সার্কাস এলাকায় ১০নং রাউডন স্ট্রিটে। চিকিৎসার জন্য সুকান্তকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। বেশ কিছুদিন এখানেই সুকান্তের চিকিৎসা চলে। চিকিৎসালয় থেকে সুকান্ত তাঁর মাসতুতো ভাই ভূপেন ভট্টাচার্যকে ১২.১.৪৬ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছেন।

"তিন সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভুগছি। গত এক সপ্তাহ ধরে পার্টির হাসপাতালে কাটাচ্ছি আরো কত দিন কাটাতে হবে কে জানে। হাসপাতালের ছক কাটা দিন মন্থর গতিতে কেটে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে সকালের ঝকমকে রোদ্দুরকে দুপুরে দেবদারু গাছের পাতায় খেলা করতে দেখি। ঝিরঝির করে হাওয়া বয় সারা দিন। রাতে চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়, ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিসে বসে কোনদিনই অনুভব করতে পারবি না এই আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। এখন দুপুর- কিন্তু চারিদিকে এখন রাত্রির নৈঃশব্দ্য, শুধু মাঝে মাঝে মোরগের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, এটা রাত্রি নয়-দিন। অসুস্থ সুকান্ত যখন হাসপাতালে, এদিকে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অভিভাবকদের হাসপাতালে সুকান্তের কাছে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে শয্যাশায়ী সুকান্ত ভূপেন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানাচ্ছেন পূজা সংখ্যা "স্বাধীনতা" এবং "পরিচয়", "শতাব্দীর লেখা" কাগজে তার লেখা বেরিয়েছে। বেরুনোর কথা আছে "শারদীয়া" "বসুমতী", "শারদীয়া আজকাল", "উজ্জয়িনী" সংকলন, "মেঘনা সংকলন", "ক্রান্তি সংকলন" এবং "বংমশাল" পত্রিকায়।

দাঙ্গা ও কারফিউ এর ভয়াবহতায় তাঁর দাদারা তাঁর কাছে পৌঁছাতে সংকটে পড়ছেন। ঠিক হল তাঁকে নারকেলডাঙার বাসায় বাবার কাছে রাখা হবে। এবং বাড়িতেই চিকিৎসা চলবে। "রেডএড কিওর" হোমের চিকিৎসকরা তাঁকে দেখে যাবেন। বাড়িতে চিকিৎসায় তখনকার মতো একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন সুকান্ত। এবং আবার তিনি পার্টির কাজে পরিশ্রম শুরু করলেন। বাড়ির লোক ডাক্তার সবাই তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সুকান্ত সেসব নিষেধাজ্ঞা যথারীতি শোনেননি। ফলে অসুস্থতা আরও বাড়তে লাগল। দাদা রাখাল ভট্টাচার্য ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরীক্ষা এবং রিপোর্ট করানোর কাজ করে যাচ্ছেন। অবশেষে সুকান্তর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন ডাঃ তাপস বোস এবং ডাঃ রাম অধিকারী। কিন্তু বাড়িতে চিকিৎসা তখন আর সম্ভব নয়। কোনো স্যানাটোরিয়াম ছাড়া চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ততদিনে জানা গেছে সুকান্তের পেটের যক্ষ্মা হয়েছে। অবশেষে সুকান্তকে ১ এপ্রিল ১৯৪৭ যাদবপুর টিবি হসপিটালে আনা হল। সেখানকার লেডি মেরি হাবটি ব্লকের ১নং পেয়িং কেবিনে তাঁকে রাখা হল ঠিকই, কিন্তু সুকান্তের অসুস্থতা বেড়েই চলেছে। যক্ষ্মার জীবাণু একসঙ্গে বুকে পেটে আক্রমণ চালিয়েছে। যাদবপুর হাসপাতাল থেকে অরুণাচল বসুকে এক চিঠিতে এই সময় লিখেছেন সুকান্ত, সাত দিন হয়ে গেল এখানে এসেছি। বড় একা একা ঠেকছে। এখানে সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হয়ে পড়ি। মেজদা (রাখাল ভট্টাচার্য) নিয়মিত আসে, কিন্তু সুভাষ নিয়মিত আসে না। কাল মেজবৌদি, মাসিমাকে নিয়ে মেজদা এসেছিল। চলে যাবার পর মন বড় খারাপ হয়ে গেল। তুই কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস। যাই হোক সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করবার সময় বিকেল চারটে থেকে ছটা। সুকান্তকে চিকিৎসায় দেওয়া হত এ.পি.। এ.পি. হল ফুসফুসকে বিশ্রাম দেওয়ার এক চিকিৎসা পদ্ধতি। সে সময় তাঁর মুখে কথা বলা সম্পূর্ণ ধারণ হয়ে যেত। তাঁকে দেখতে আসা লোকেদের মাঝে বাক্যহীন সুকান্ত অসহ্য মর্মপীড়ায় ভুগতেন।

সুকান্তর অসুস্থতা ততদিনে সবার কাছে একটি মর্মান্তিক খবর হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, যক্ষ্মার খবরের অল্পদিন আগে সুকান্তর একটি পোস্টকার্ড পেয়েছিলুম। নিজের দুটি লাইন তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে ছন্দ ঠিক আছে কি? বন্ধুরা সংশয় প্রকাশ করেছে। আমি তাকে জানিয়েছিলাম যে ছন্দে তার দোষ হয়নি, আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলুম আদর্শ-বিশ্বাসীর গর্বপ্রসূত এই কথা। "রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছো তুমি, তোমার জন্য দুঃখ হয়।" বিষ্ণু দে লিখলেন, "সুকান্তর কবিপ্রতিভা প্রকাশিত হলো প্রতিশ্রুতিতে নয়, একেবারে পরিণতিতে। তারপর থেকে মাঝে মাঝে তার কবিতা পড়েছি। অক্লান্ত কর্মীর আত্মত্যাগের অবসরহীন মানস, কিন্তু সুলিখিত কবিতা।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, আজ আপশোষ করছি তার ক্ষতির মিথ্যা আশঙ্কায় প্রাণ খুলে তার প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাইনি, যক্ষ্মা হয়ে সে হাসপাতালে গেছে খবর পাওয়া পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস ঘোষণা করা স্থগিত রেখেছিলাম বলে যে, "বাঁচা গেল কবিও পেয়ে গেছে নতুন যুগ।" ১২মে, ১৯৪৭, দাদা রাখাল ভট্টাচার্য হাসপাতালে দেখতে গেলেন সুকান্তকে। শুয়ে ছিলেন সুকান্ত, বড্ড ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। বলতেও পারছেন না কিছু। পাশের রোগীদের থেকে জানা গেল পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে কমোডের যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু যেতে পারেননি। মেঝেতেই পড়ে যান। মেঝেতেই পড়ে থেকেছেন দীর্ঘক্ষণ। তারপর অন্য রোগীরা মুখ ধুতে এসে তাঁকে দেখতে পান। তারপর শুইয়ে দেওয়া হয়। পরেরদিন ১৩ই মে ১৯৪৭, বাংলা ২৯ বৈশাখ ১৩৫৪, সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রাণহীন দেহ বিছানায় শায়িত। আগের রাতে দই খাবেন বলেছিলেন। হাসপাতালের জমাদারের এনে রাখা সে দই ঢাকা পড়ে আছে মাথার কাছে। ঠিক কখন মারা গেছেন সুকান্ত, কেউ জানতেই পারেনি। তারপর তাঁর মরদেহ নিয়ে শেষ যাত্রা, কিন্তু কলকাতা শহরে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা; কলকাতা জুড়ে চলছে কারফিউ।...

কাশী মিত্তির ঘাটে শবদেহের অপেক্ষায় বসে আছেন অনেকেই। অপেক্ষা করে করে অনেকেই ক্লান্ত, এমন সময়ে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সৎকার সমিতির গাড়ি এসে সুকান্তের শবদেহ পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘাটে তখন কয়েকটা চিতা জ্বলছে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারিদিক। একটা গাছের নীচে এক টুকরো পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিয়ে নি সেখানেই রচনা করা হল সুকান্তর শেষশয্যা। তাঁর ছোটখাটো কিশোর দেহটিকে শোয়ানো হলো তার ওপর। সেদিন ২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪।

কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সুকান্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রেণি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত একটি সমাজের। তাঁর উপলব্ধ সামাজিক শোষণ বঞ্চনার চেয়েছিলেন অবসান। এই স্বপ্নে জাগরুক তাঁর কবিতা। চ সুকান্ত রাজনীতিতেই দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু কবিতা তাঁকে ছেড়ে যায়নি কখনো। যথার্থ কবিত্বশক্তি তাঁর কবিতাকে চিরজাগর করেছে। শতবর্ষ পরে আজও সুকান্তের কবিতা পরম স্বাভাবিকতায় অমলিন থেকে গেল। আগামী দিনেও থাকবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সুকান্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্রেণি বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত একটি সমাজের। তাঁর উপলব্ধ সামাজিক শোষণ বঞ্চনার চেয়েছিলেন অবসান। এই স্বপ্নে জাগরুক তাঁর কবিতা। সুকান্ত রাজনীতিতেই দীক্ষিত ছিলেন। কিন্তু কবিতা তাঁকে ছেড়ে যায়নি কখনো। যথার্থ কবিত্বশক্তি তাঁর কবিতাকে চিরজাগর করেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় সিআইটিইউ আয়োজিত রক্তদান শিবিরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আজ প্রদেশ বিজেপি কার্য্যালয়ে কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাছাড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, পাপিয়া দত্ত, সহ অন্যান্যরা।

এদিন রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, সারা দেশের সাথে রাজ্যেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা মধ্য দিয়ে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি সরকার।

পাশাপাশি, স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ কারী বীর শহীদদের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন তিনি।

যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালিত রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ময়দানে আজ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হল দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তমাল মজুমদার, জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মন্ত্রী টিংকু রায় তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, "শহীদদের ত্যাগ ও আত্মবলিদান আমাদের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। তাদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, কৃষি ও কর্মসংস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, "আমাদের লক্ষ্য গ্রামীণ ও শহুরে জীবনে সমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং নতুন প্রজন্মকে এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও সুশিক্ষিত ভারতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

স্বাধীনতা দিবসে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে।

এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। পাশাপাশি দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং অন্যান্য পতাকা যথাযথ মর্য্যাদায় উত্তোলন করা হয়।

তৎসঙ্গে প্রদেশ নেতৃত্বরা গান্ধীঘাট গিয়ে বীর শহীদদের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

পানিসাগর হোলি ক্রস স্কুলে দেশাত্মবোধে ভরপুর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

পানিসাগর, ১৬ আগস্ট : ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পানিসাগর হোলি ক্রস স্কুলে জাঁকজমকপূর্ণভাবে ও দেশাত্মবোধের আবেগে উদযাপিত হয়েছে। গোটা স্কুল প্রাঙ্গণ এদিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভরে ওঠে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রেভারেন্ড ফাদার ক্লিমেন্ট অ্যামো, সিএসসি-র হাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। পরে তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে নবীন প্রজন্মকে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও দেশের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীরা মার্চ পাস্ট, বক্তৃতা, ড্রিল ও নৃত্যসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল স্কুলের নির্মাণকাজে যুক্ত দশজন শ্রমিককে সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেককে একটি করে সাইকেল প্রদান। অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এই আয়োজনে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সকলকে দেশের অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার অনুপ্রেরণা জাগায়।

আবহাওয়া সতর্কতা: মধ্য মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন, গোয়া ও তেলেঙ্গানায় লাল সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট: ভারতের আবহাওয়া দপ্তর আজ মধ্য মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন, গোয়া, এবং তেলেঙ্গানার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামীকাল উপকূলীয় কর্ণাটক, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের কিছু অংশে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরালা, মাহে, উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ এবং ইয়ানামে আগামী দুই দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া সংস্থা।

দিল্লি-এনসিআর-এ আগামী ২-৩ দিনে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আগামী ৭ দিন গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর বলেছে যে, চলতি মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত কোঙ্কন ও গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের ঘাট এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

দক্ষিণ উপদ্বীপ ভারতে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে, যার মধ্যে আজ তেলেঙ্গানায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় কর্ণাটকে আগামী দুই দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, আগামীকাল ওড়িশা উপকূলের উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নতুন নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পূর্ব ও মধ্য ভারতে বৃষ্টিপাত বাড়িয়ে তুলবে। এরই মধ্যে আজ বিকেলে দিল্লির কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশেও মৌসুমি বৃষ্টিপাত তাণ্ডব চালাচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি, ভূমিধস এবং মেঘ ভাঙা বৃষ্টির কারণে রাস্তা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

রাজ্য জরুরি অপারেশন কেন্দ্র অনুসারে, দুটি জাতীয় সড়ক সহ ৩১৩টি রাস্তা এখনও যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। এই বর্ষা মৌসুমে এখন পর্যন্ত বৃষ্টি-সম্পর্কিত ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬১-তে, এবং ৩৭ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর-এ, আবহাওয়া দপ্তর আগামী দুই দিনের জন্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে। আবহাওয়া সংস্থা আরও সতর্ক করেছে যে, এই আবহাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, হঠাৎ বন্যা এবং ভূমিধসের কারণ হতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে, জম্মু, রিয়াসি, উধমপুর, রাজৌরি, পুঞ্চ, সাম্বা এবং কাঠুয়া সহ জম্মু বিভাগের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যখন ডোডা, কিস্তওয়ার, রামবান এবং কাশ্মীর বিভাগের কিছু স্থানে দমকা হাওয়া সহ মাঝারি থেকে তীব্র বৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে লোকজনকে জলাশয়, নদী-নালা, নদীর পাড় এবং দুর্বল কাঠামো এড়িয়ে চলতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণকারী, পরিবহনকারী, পর্যটক এবং ট্রেকারদেরও সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের যাত্রা পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে।

২০ আগস্ট থেকে আবহাওয়া গরম ও আর্দ্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিছু জায়গায় সংক্ষিপ্ত বজ্রঝড় হতে পারে, যখন ২৩ থেকে ২৫ আগস্টের মধ্যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের একটি নতুন পর্বের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "ভোকাল ফর লোকাল" আহ্বান, দিল্লিতে ১১ হাজার কোটি টাকার সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর ওপর জোর দিয়েছেন এবং দেশবাসীকে ভারতের তৈরি পণ্য কিনতে ও সেগুলোর ওপর ভরসা রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন। নয়াদিল্লিতে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা মূল্যের দুটি বড় জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করে শ্রী মোদী বলেন, ভারতকে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করতে হলে দেশকে অবশ্যই চক্রধারী মোহনের থেকে অনুপ্রেরণা নিতে হবে এবং তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার সারা দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বিগুণ সুবিধা নিয়ে আসতে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে এবং আরবান এক্সটেনশন রোড-২-এর দিল্লি অংশের উদ্বোধনের মাধ্যমে এনসিআর জুড়ে সংযোগ ব্যবস্থায় এক বড় অগ্রগতি হবে। তিনি জানান, এর ফলে দিল্লি এনসিআর-এর মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন এবং যাতায়াতের সময়ও সাশ্রয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর সরকারের কাছে সংস্কার মানে সুশাসনের প্রসার। তিনি যোগ করেন যে, মানুষের জীবন সহজ করাই তাঁর সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যই প্রতিটি নীতি ও সিদ্ধান্তকে পরিচালিত করে। অনুষ্ঠানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি দিল্লির মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

এই প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হলো সংযোগ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটানো, ভ্রমণের সময় কমানো এবং দিল্লি ও তার আশেপাশের এলাকার যানজট কমানো। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের ১০.১ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি অংশটি ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই অংশটি যশোভূমি, ডিএমআরসি ব্লু ও অরেঞ্জ লাইন, আসন্ন বিজবাসন রেলওয়ে স্টেশন এবং দ্বারকা ক্লাস্টার বাস ডিপোর সাথে বহুমুখী সংযোগ প্রদান করবে। ইউইআর-২-এর আলিপুর থেকে দিচাওঁ কালান পর্যন্ত অংশটি, বাহাদুরগড় ও সোনিপাতের নতুন সংযোগ সহ, প্রায় ৫,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এটি দিল্লির ইনার ও আউটার রিং রোড, পাশাপাশি মুকরবা চক, ধৌলা কুয়া এবং এনএইচ-৯-এর মতো ব্যস্ত পয়েন্টগুলোর যানজট কমাতে সাহায্য করবে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 13/EE-V/AGT/PWD/2025-26, Dt: 12/08/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No. V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'Item Rate offline/manual tender' upto 3.00 PM. on 26/08/2025 for hiring of vehicle of the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	36/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	Rs. 4,78,400.00	Rs. 9,568.00	300 days

Last date and time for Tender Form Selling/Dropping: 26-08-2025 upto 3.00 PM. Date and time of opening of the Tender Box : 26-08-2025 at 3.30 PM (if possible). Cost of Tender Form : Rs. 1000.00 (Non-refundable) Class of contractor: Appropriate Class/Owner of vehicle. ICA/C-1905/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B) Agartala, West Tripura

আসুন, আমরা ভোকাল ফর লোকালের পথ অনুসরণ করে ভারতে তৈরি পণ্যগুলির উপর আস্থা রাখি এবং ক্রয় করি : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি:১৭ আগস্ট,২০২৫ : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ দিল্লির রোহিণীতে প্রায় ১১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুটি বড় জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক্সপ্রেসওয়ের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, এক্সপ্রেসওয়ের নাম 'দ্বারকা' এবং অনুষ্ঠানটি 'রোহিণী'-তে। তিনি জন্মাষ্টমীর উৎসবের মনোভাব তুলে ধরেন এবং কাকতালীয়ভাবে উল্লেখ করেন যে, তিনি নিজেই দ্বারকাধিশের ভূমি থেকে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বায়ুমণ্ডলে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের মর্ম গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে।

আগস্ট মাস স্বাধীনতা ও বিপ্লবের রঙে পরিপূর্ণ বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আজাদি কা মহোৎসব উদযাপনের মধ্যে, জাতীয় রাজধানী দিল্লি আজ একটি উন্নয়ন বিপ্লবের সাক্ষী। তিনি জানান, এর আগে, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে এবং আরবান এক্সটেনশন রোডের মাধ্যমে দিল্লি উন্নত সংযোগ পেয়েছিল, যা দিল্লি, গুরুগ্রাম এবং সমগ্র এনসিআর অঞ্চলের মানুষের সুবিধার উন্নতি ঘটাবে। তিনি আরও বলেন, অফিস ও কারখানায় যাতায়াত সহজ হবে এবং প্রত্যেকের সময় সাশ্রয় হবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এই সংযোগের ফলে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন। এই আধুনিক সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য তিনি দিল্লি-এনসিআর-এর সমস্ত বাসিন্দাকে অভিনন্দন জানান।

এবছরের ১৫ ই আগস্ট, অর্থাৎ গত শুক্রবার লালকেল্লার প্রাচীর থেকে তার ভাষণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'আজকের ভারত তার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং সংকল্প দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়, যে উপাদানগুলি সমগ্র বিশ্ব এখন অনুভব করছে। তিনি বলেন, বিশ্ব যখন ভারতের দিকে তাকায় এবং তার অগ্রগতির মূল্যায়ন করে, তখন তার প্রথম দৃষ্টি পড়ে জাতীয় রাজধানী দিল্লির দিকে। শ্রী মোদী দিল্লিকে উন্নয়নের মডেল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যেখানে প্রত্যেকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করতে পারে যে এটি একটি উন্নয়নশীল এবং আত্মবিশ্বাসী ভারতের রাজধানী।

গত ১১ বছরে এই অগ্রগতি অর্জনের জন্য সরকার বিভিন্ন স্তরে ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকে দিল্লি-এনসিআর যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, 'মেট্রো নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে দিল্লি-এনসিআর এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংযুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। তিনি আরও বলেন, এই অঞ্চলটি নমো ভারত দ্রুত রেলের মতো উন্নত ব্যবস্থায় সজ্জিত। তিনি বলেন, গত ১১ বছরে দিল্লি-এনসিআর-এ যাতায়াত আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ হয়েছে। দিল্লিকে বিশ্বমানের শহরে রূপান্তরিত করার অঙ্গীকারের কথা নিশ্চিত করে শ্রী মোদী বলেন, আজ প্রত্যেকেই এই অগ্রগতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী। দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে এবং আরবান এক্সটেনশন রোডের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুটি সড়কই অত্যন্ত ভালো মানের। তিনি উল্লেখ করেন যে, পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে অনুসরণ করে, আরবান এক্সটেনশন রোড এখন দিল্লির পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রদান করবে।

আরবান এক্সটেনশন রোডের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এটি দিল্লিকে আবর্জনার স্তূপ থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করছে, আরবান এক্সটেনশন রোড নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টন বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, আবর্জনার স্তূপ হ্রাস করে বর্জ্য পদার্থকে রাস্তা নির্মাণের জন্য পুনর্ব্যবহার করা হয়েছে। নিকটবর্তী ভালসোয়া ল্যান্ডফিল সাইটের কথা উল্লেখ করে এবং এর আশেপাশে বসবাসকারী পরিবারগুলির গুরুতর সমস্যার কথা স্বীকার করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, সরকার দিল্লির বাসিন্দাদের এই ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, শ্রীমতী রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিল্লি সরকার ক্রমাগত যমুনা নদী পরিষ্কার করার কাজে অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, যমুনা নদী থেকে ইতিমধ্যেই ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন পলি অপসারণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লিতে ৬৫০টি ডি.ই.ভি.আই (দিল্লি ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইন্টার কানেক্টর) বৈদ্যুতিক বাস চালু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শহরে বৈদ্যুতিক বাসের বহর শীঘ্রই ২, ০০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা 'সবুজ দিল্লি, পরিচ্ছন্ন দিল্লি' এই উদ্যোগটিকে আরো শক্তিশালী করছে।

বহু বছর পর বিজেপি দল জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে সরকার গঠন করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দিল্লির উন্নয়নের দুর্বল গতির জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির সমালোচনা করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও পূর্ববর্তী সরকারগুলির বিশৃঙ্খলা থেকে দিল্লিকে উত্থিত করা একটি কঠিন কাজ, বর্তমান সরকার দিল্লির গৌরব ও উন্নয়ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। শ্রী মোদী দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বর্তমান রাজ্য সরকারগুলির অনন্য সংহতির কথা তুলে ধরেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এই সমগ্র অঞ্চলটিতে তার দল ও নেতৃত্বকে জনগণ বিপুল আশীর্বাদ দিয়েছে তা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, এই দায়িত্ব স্বীকার করে সরকার দিল্লি-এনসিআর-এর উন্নয়নে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছু রাজনৈতিক দল এখনও জনগণের রায় মেনে নিতে অক্ষম। তিনি বলেন, এই দলগুলি জনসাধারণের আস্থা ও বাস্তবতা উভয় থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কয়েক মাস আগে দিল্লি ও হরিয়ানার জনগণকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হরিয়ানার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে দিল্লির জল সরবরাহে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ এনে মিথ্যা দাবি করা হয়েছিল। তিনি বলেন, দিল্লি এবং সমগ্র এনসিআর এখন এই ধরনের নেতিবাচক রাজনীতি থেকে মুক্ত হয়েছে, এনসিআর-কে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে।

শ্রী মোদী বলেন, 'সুশাসন আমাদের সরকারের বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের প্রশাসনে জনগণ সর্বাগ্রে। তিনি বলেন, আমাদের দলের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হল নাগরিকদের জীবনকে সহজতর করা। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্রতিশ্রুতি দলের নীতি ও সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়। হরিয়ানার অতীত সরকারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল যখন প্রভাব বা সুপারিশ ছাড়া একটি নিয়োগও কঠিন ছিল। তিনি বলেন, হরিয়ানায় বিজেপি সরকারের অধীনে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি চাকরি পেয়েছেন। তিনি নিষ্ঠা সহকারে এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য শ্রী নায়েব সিং সাইনির প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দিল্লিতে যারা একসময় স্থায়ী আবাসনবিহীন বস্তিতে থাকতেন, তারা এখন পাকা বাড়ি পাচ্ছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আগে বিদ্যুৎ, জল এবং গ্যাস সংযোগের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল এমন অঞ্চলগুলিতে এখন এই প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে। জাতীয় অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, গত ১১ বছরে সারা দেশে রেকর্ড সংখ্যক সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি রেল স্টেশনগুলির চলমান রূপান্তরের কথা উল্লেখ করেন এবং "বন্দে ভারত'এর মতো আধুনিক ট্রেনগুলির জন্য গর্ব প্রকাশ করে বলেন, বিমানবন্দরগুলি এখন ছোট শহরগুলিতে গড়ে তোলা হচ্ছে। এনসিআর অঞ্চলের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এখন হিন্ডন বিমানবন্দর থেকে বেশ কয়েকটি শহরে বিমান চলাচল করছে, তিনি আরও জানান যে, নয়ডা বিমানবন্দরের কাজও প্রায় শেষ হতে চলেছে।

শ্রী মোদী বলেন, এই ধরনের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে কারণ গত এক দশকে দেশ তার পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দেশের যে স্তরের পরিকাঠামো প্রয়োজন এবং যে গতিতে তা গড়ে তোলা প্রয়োজন, তা অতীতে অর্জন করা যায়নি। ইস্টার্ন এবং ওয়েস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দিল্লি-এনসিআর কয়েক দশক ধরে এই সড়কগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কিত ফাইলগুলি চালাচালি চালাচালি শুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত কাজ তখনই শুরু হয়েছিল যখন জনগণ বিজেপি দলকে সেবা করার সুযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও হরিয়ানায় যখন আমাদের সরকার গঠিত হয়, তখন সড়কগুলি বাস্তবে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে বলেন যে, আজ এই এক্সপ্রেসওয়েগুলি বিশিষ্টতার সঙ্গে দেশের সেবা করছে।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রতি উদাসীনতা শুধুমাত্র দিল্লি-এনসিআর-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সারা দেশেই ছিল বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, আগে পরিকাঠামোর জন্য বাজেট বরাদ্দ খুব কম ছিল, এমনকি অনুমোদিত প্রকল্পগুলিও সম্পূর্ণ হতে কয়েক বছর সময় লাগত। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ১১ বছরে পরিকাঠামোগত বাজেট ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বর্তমানে প্রকল্পগুলির দ্রুত সমাপ্তির দিকে মনোনিবেশ করা হচ্ছে, যে কারণে দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ের মতো উদ্যোগগুলি এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ কেবল সুযোগ-সুবিধা তৈরি করছে না, বরং বড় আকারের কর্মসংস্থানও তৈরি করছে। শ্রী মোদী বলেন, নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার সংশ্লিষ্ট কারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মসংস্থান বাড়ায়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই উন্নয়নগুলির ফলে পরিবহন ও লজিস্টিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী বলেন, আগে যারা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করতেন, তারা জনগণের ওপর শাসনকে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে দেখতেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন বলেন যে, তাদের দলের প্রচেষ্টা হল নাগরিকদের জীবন থেকে সরকারের চাপ এবং হস্তক্ষেপ উভয়ই দূর করা। তিনি অতীতের পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য একটি উদাহরণ তুলে ধরে দিল্লির পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কথা উল্লেখ করেন, যারা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় দায়িত্ব পালন করেন, তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হত যেন তারা দাসপ্রথার অধীনে রয়েছে। শ্রী মোদী একটি বিস্ময়কর সত্য প্রকাশ করে বলেন, দিল্লি পৌর নিগম আইনের অধীনে, একটি বিধান ছিল যে কোনও স্যানিটেশন কর্মী যদি পূর্ব নোটিশ ছাড়াই কাজে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হন, তবে তাদের এক মাসের জন্য জেল হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের আইনের পিছনের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, কীভাবে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সামান্য ত্রুটির জন্য জেলে যেতে হতে পারে। যারা এখন সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলছেন, তাদের সমালোচনা করে তিনি উল্লেখ করেন যে, তারা দেশে এই ধরনের অন্যায্য আইন বজায় রেখেছেন। শ্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, তাদের সরকারই সক্রিয়ভাবে এই ধরনের পশ্চাদমুখী আইনগুলিকে চিহ্নিত ও বাতিল করছে। তিনি জানান, সরকার ইতিমধ্যেই এই ধরনের শত শত আইন বাতিল করেছে এবং এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি ৯০ হাজার ইয়াবা টেবল্যাট উদ্ধার কান্ডে আমতলি থানার পুলিশ রবিবার এক ব্যক্তিকে আটক করে।

কাজের সন্ধান

ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এগ্রিকালচার অফিসার, টি.এ.এফ.এস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনে এগ্রিকালচার অফিসার হিসেবে ১৩৬টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এককথায়, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে এগ্রিকালচার অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রিকালচার/ হর্টিকালচার বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ, পিআরটিসি বাধ্যতামূলক। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে এগ্রিকালচার অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ২১/২০২৫। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে আগামী ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থীবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদগুলো হলো —

আইটেম নং - ০১ ঃ এগ্রিকালচার অফিসার ঃ শূন্যপদ ১৩৬টি। এর মধ্যে ৭০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এই ৭০টি পদের মধ্যে আবার ৩টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৫টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৪১টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি মোট ১৩৬টি পদের মধ্যে ৭টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ১৩৬টি পদের মধ্যে ৪৭টি পদ মহিলার জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ২৪টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১৪টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৯টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রেড-ওয়ান, গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের এগ্রিকালচার এন্ড ফারমার্স ওয়েলফেয়ার তথা কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচার/ হর্টিকালচার বিষয়ে বিএসসি পাশ হতে হবে। ত্রিপুরার এগ্রো-ক্লাইমেটিক কন্ডিশন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জ্ঞানও থাকতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড অনুযায়ী, ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১৩ অনুযায়ী। বয়স ঃ ২০-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী অথবা সরকারি চাকুরিরতদের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। পদের বিন্যাস, বিভাজন, সংরক্ষণ, যোগ্যতা, বয়সের ছাড়, বেতনক্রম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যান্য রাজ্যের তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে ১৮০নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ২০নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৮০নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ২টো পার্ট। পার্ট-ওয়ান-এ ৩০টি প্রশ্ন, পার্ট-টু-তে ১৫০টি প্রশ্ন। মোট সময় ৩ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদের ওয়েবসাইটে, ইমেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপিএফসি, এনফোর্সমেন্ট অফিসার, একাউন্টস অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে,
তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই/ বিটেক, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউ ৮ সেপ্টেম্বর থেকে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এগ্রিকালচার অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রিকালচার/ হর্টিকালচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কাস্টমার সার্ভিস এসোসিয়েট, ক্লার্ক (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক,**
শূন্যপদ ঃ ১০,২৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ডিরেক্টর (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ, নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ ৩৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ওয়েলথ্ ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, পিজিপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এসোসিয়েট, ক্লার্ক (এস.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ৬,৫৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রাজ্যে ৩৫২ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরির যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষা অর্থাৎ এস.টি.পি.পি.টি-র জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে নার্সারি টিচার এডুকেশন/ প্রি-স্কুল এডুকেশন/ আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন প্রোগ্রাম বিষয় নিয়ে অন্তত ২ বছরের ডিপ্লোমা অথবা এনসিটিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড (নার্সারি) পাশ হতে হবে। পিআরটিসি থাকতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষা, কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২৬ অক্টোবর। বিস্তারিত খবর হলো — প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক পদে উচ্চমাধ্যমিক পাশ উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগের লক্ষ্যে আবশ্যক এস.টি.পি.পি.টি বা সিলেকশন টেস্ট ফর প্রি-প্রাইমারি টিচার - ২০২৫ পরীক্ষায় বসার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের থেকে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। ২১ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইন প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করা যাবে। এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত সাবমিট করতে হবে। 'সিলেকশন টেস্ট ফর প্রি-প্রাইমারি টিচার (এসটিপিপিটি) - ২০২৫' শীর্ষক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-১৮) জেন/ টিআরবিটি/ আরইসি/ ২০২৫/ ৫৫০, তারিখ ৮ আগস্ট, ২০২৫।

শূন্যপদগুলো হলো — পদের নাম ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ঃ শূন্যপদ ৩৫২টি, এর মধ্যে ৬০টি পদ এসসি এবং ১০৯টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৮৩টি পদ অসংরক্ষিত। তবে মোট ৩৫২টি পদের মধ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১৪টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৭টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ১৪টি পদের মধ্যে দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য ৫টি, শ্রবনজনিত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৫টি এবং চলন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য ৪টি পদ সংরক্ষিত। তেমনি এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৭টি পদের মধ্যে ১টি পদ এসসি এবং ২টি পদ এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - নির্দিষ্ট নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে নার্সারি টিচার এডুকেশন/ প্রি-স্কুল এডুকেশন/ আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন প্রোগ্রাম বিষয় নিয়ে অন্তত ২ বছরের ডিপ্লোমা অথবা এনসিটিই অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড (নার্সারি) পাশ হতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। এছাড়া, এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে, ০৮-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিকপ্রতিবন্ধী অথবা সরকারি কর্মরত প্রার্থী হলে বয়সের উর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের বিশেষ ছাড় সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারেন অনলাইনে আবেদনের সময়, এঁদের ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। মূল মাইনে ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী অর্থাৎ লেভেল-৭ অনুযায়ী বেসিক পে'র ৭৫ শতাংশ হিসেবে স্থির বেতন ১৬,০৫০ টাকা।

উপযুক্ত ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দরখাস্ত করতে পারেন ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। দরখাস্তের সময় ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে নির্ধারিত পরীক্ষা ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং চার্জ এবং অ্যাপ্লিকেশন খরচ অতিরিক্ত হিসেবে প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং স্বাক্ষর স্ক্যান করে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জেপিজি ফরম্যাটে আপলোড করে নেবেন। অবশ্যই আগে থেকে বৈধ ই-মেল আইডি এবং মোবাইল ফোন নম্বর প্রস্তুত রাখবেন দরখাস্তে উল্লেখ করার জন্য।

পরীক্ষা সংক্রান্ত মূল নোটিফিকেশন এবং অন্যান্য সকল তথ্য যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মাপকাঠি, অনলাইনে দরখাস্ত করার যাবতীয় তথ্য ও নিয়মাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেল আইডি তৈরি করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, কম্পিউটার জেনারেটেড চালান বের করা ইত্যাদি যাবতীয় কৌশল ও গাইডলাইন এমনকি পরীক্ষার সিলেবাস, কোচিং, বিগত বছরে অন্যান্য রাজ্যে আয়োজিত টেট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সহ বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২ আগস্ট থেকে, চলবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট। আগামী ২৬ অক্টোবর পরীক্ষা নেওয়া হবে। আড়াই ঘন্টার পরীক্ষা। বেলা ১২টা থেকে শুরু হয়ে চলবে আড়াইটা পর্যন্ত। এর জন্য আগে থেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নিতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৫০ নম্বরের। সময় আড়াই ঘন্টা। কাট-অফ মার্ক ধরা হবে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫ নম্বর। তবে এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কাট-অফ মার্কে ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। সেক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬৮ নম্বর পেতে হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারের মাধ্যমে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এপিএফসি, এনফোর্সমেন্ট অফিসার, একাউন্টস অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই/ বিটেক, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, ইন্টারভিউ ৮ সেপ্টেম্বর থেকে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের অধীনে **এগ্রিকালচার অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এগ্রিকালচার/ হর্টিকালচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ত্রিপুরায় রাজ্য সরকারের অধীনে **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ ও নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দেখে নিতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ২৬ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলা, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **কাস্টমার সার্ভিস এসোসিয়েট, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০,২৭৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট দপ্তরে **ডেপুটি ডিরেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এলএলবি পাশ, নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, বয়স ঃ ৩৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বিএসএফ-এ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ওয়েলথ্ ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিএ, পিজিপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্কে **জুনিয়র এসোসিয়েট, ক্লার্ক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬,৫৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে ১০,২৭৭ চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরি পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় ক্লার্ক পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৯টি ব্যাঙ্কের ১০,২৭৭টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১২ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্‌দের ধারণা। এককথায়, ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ আগস্টের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৮-২০২৫ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতিবয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের এবং বিধবা, ডিভোর্সি, বিবাহ বিচ্ছিন্নরা ৯ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে, কম্পিউটার ভিত্তিক। সেপ্টেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু। দিন স্থির করা হয় নি। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এরপর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতেপারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হল ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক , ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে।

পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ১৫৫টিপ্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই ন্যূনতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় (রাজ্য কোড ৪৩), পশ্চিমবঙ্গের (রাজ্য কোড ৪৬) কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে। আসামের (রাজ্য কোড ১৪) গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে খুঁটি পূজার আয়োজন করা হয়।

ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের আগে উদ্বিগ্ন ইউরোপ 'আরেকটি সংঘর্ষ' এড়াতে কৌশলগত তৎপরতা

ওয়াশিংটন/ব্রাসেলস, ১৭ আগস্ট: সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে হোয়াইট হাউসে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে, তার আগে ইউরোপজুড়ে কূটনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। ইউরোপীয় নেতারা এবার কোনো সংঘর্ষ বা বিবাদ এড়াতে জেলেনস্কির সঙ্গে একজন সিনিয়র প্রতিনিধি পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গেছে। সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টুব এবং ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের নাম উঠে এসেছে।

এই উদ্যোগের পেছনে মূল উদ্দেশ্যজেলেনস্কিকে ট্রাম্পের সঙ্গে একা মুখোমুখি না হতে দেওয়া, বিশেষত ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের মধ্যকার বিতণ্ডার পর, যেখানে ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে 'অশ্রদ্ধাশীল' বলে আক্রমণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় নেতারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ট্রাম্প-পুতিনের সদ্যসমাপ্ত আলাস্কা সম্মেলনের পর। সেখানে পুতিনকে ট্রাম্পের উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং আলোচনার ধরণ দেখে আশঙ্কা জেগেছে যে জেলেনস্কি এবার কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন।

ইউক্রেন ও ইউরোপ এখন চেষ্টা করছে যাতে সোমবারের বৈঠকে ট্রাম্প রাশিয়ার কোনো প্রস্তাব, বিশেষ করে ইউক্রেনের অঞ্চল হস্তান্তরের বিষয়ে, সম্মত না হন। সূত্র জানিয়েছে, পুতিন ডোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চল পুরোপুরি রাশিয়ার দখলে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন এবং ট্রাম্প এই প্রস্তাবের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিনিময়ে খেরসন ও জাপোরিঝঝিয়ার আংশিক দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে জেলেনস্কি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তিনি ডনবাস (ডোনেৎস্ক-লুহানস্ক) ছাড়তে রাজি নন।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে এই অঞ্চলগুলিকে কোনোভাবেই রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হবে না বলেই জানানো হয়েছে।

পুতিনের সঙ্গে আলাস্কা বৈঠকের পর ট্রাম্প তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন এনে যুদ্ধবিরতির বদলে পূর্ণাঙ্গ শান্তি চুক্তির পক্ষে মত দেন, যা ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতৃত্বের মতে, রাশিয়ার কৌশলগত বিজয় হতে পারে। এ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কায়া কালাস কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, "রাশিয়া এখনো এই যুদ্ধ থামাতে চায় না। ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোচনার আড়ালে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।"

মাঝেমধ্যেই যুদ্ধবিরতির ব্যর্থতার উদাহরণ টেনে ট্রাম্প বলেছেন, "শান্তি চুক্তিই এখন একমাত্র কার্যকর পথ।" তিনি জানিয়েছেন, "জেলেনস্কির উপরেই এখন দায়িত্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বের করার।"

ইউরোপীয় নেতারা অবশ্য এই অবস্থানকে রাশিয়ার পক্ষের সুবিধাজনক বলে মনে করছেন। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানির নেতারা রোববার এক ভিডিও বৈঠকে 'কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং'-এর পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি না হলে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ও অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকবে।

জেলেনস্কি শনিবার এক বিবৃতিতে জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা সম্মেলন নিয়ে তাঁর একটি "গঠনমূলক আলোচনা" হয়েছে এবং তিনি হোয়াইট হাউসে সোমবারের বৈঠকে "যুদ্ধ থামানো এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় দিক নিয়ে" বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

এই বৈঠকের প্রতি এখন নজর শুধু ইউক্রেন ও আমেরিকান প্রশাসনের নয়, গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের এই বৈঠকে ইউরোপের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা উপস্থিত থাকতে পারেন।

এদিকে ইউক্রেনের যুদ্ধ থামেনি। কিয়েভ জানিয়েছে, শনিবার রাতে রাশিয়া ৮৫টি ড্রোন ও একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে হামলা চালিয়েছে।

মস্কোতে পুতিন তাঁর সম্মেলন পরবর্তী বিবৃতিতে জানান, ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা "খুবই গঠনমূলক" এবং "প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ তৈরি হয়েছে।" তিনি ইউক্রেন ও ইউরোপকে সতর্ক করে বলেছেন, "আড়ালে কোনো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত যেন না চলে যা এই অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে জেলা সভাপতি ঘোষণা ঘিরে তীব্র ক্ষোভ, পদত্যাগ ও প্রতিবাদে উত্তাল দল

ভোপাল, ১৭ আগস্ট: মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদের বহু প্রতীক্ষিত তালিকা প্রকাশের পরই দলীয় অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র অস্থিরতা। শনিবার প্রকাশিত ৭১ জন জেলা সভাপতির নাম ঘিরে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ, পদত্যাগ ও ক্ষোভের ঝড়। ভোপাল, ইন্দোর, উজ্জয়িন, বুরহানপুর থেকে শুরু করে একাধিক জেলায় দলের কর্মী-সমর্থকরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

এই তালিকায় ৬ জন বর্তমান বিধায়ক, ৮ জন প্রাক্তন বিধায়ক এবং ৩ জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে জেলা স্তরে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, এতে তৃণমূল স্তরের নেতাদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাঘোগড়ে। সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংয়ের পুত্র ও প্রাক্তন মন্ত্রী জয়বর্ধন সিং-কে গুনা জেলার সভাপতি পদে নিয়োগকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁর অনুগামীরা। তাঁরা রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারির কুশপুতুল দাহ করেন ও স্লোগান তোলেন, দাবি করেন জয়বর্ধনের 'মর্যাদা খর্ব' করা হয়েছে।

ভোপালে প্রবীণ সাক্সেনাকে আবার জেলা সভাপতি করায় অখুশি মনু সাক্সেনা, যিনি নিজেও পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বকে রাহুল গান্ধীর 'তাজা নেতৃত্ব তৈরির ডাক' উপেক্ষা করার অভিযোগ করেন।

ইন্দোরেও নতুন শহর সভাপতি চিন্টু চৌকসী ও জেলা সভাপতি বিপিন ওয়াঙ্কেড়ের নিয়োগের বিরোধিতা করছেন একাধিক নেতা। মহিলা শাখার প্রাক্তন নেত্রী সাক্ষী শুক্লা ডাগা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রকাশ্যে।

উজ্জয়িন (গ্রামাঞ্চল)-এ মহেশ পরমারের নিয়োগ, এবং সাতনায় সিদ্ধার্থ কুশওয়াহার নিয়োগ ঘিরেও তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এরই মধ্যে বুরহানপুরে প্রবীণ নেতা অরুণ যাদবের সমর্থকরা বৈঠকে বসেছেনতাঁদের প্রতিনিধিত্ব না পাওয়ায় হতাশ।

বিক্ষোভের জেরে ইতিমধ্যেই একাধিক পদত্যাগের খবর এসেছে। হেমন্ত পাতিল, রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত সেলের জেলা সভাপতি, প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন।

প্রকাশিত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২১ জন পুরনো সভাপতিকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৭১ জনের তালিকায় ৩৭ জন সংরক্ষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। এর মধ্যে ৩৫ জন সাধারণ, ১২ জন ওবিসি, ১০ জন তফসিলি উপজাতি (এসটি), ৮ জন তফসিলি জাতি (এসসি), ৪ জন মহিলা ও ৩ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রয়েছেন।

দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তত্ত্বাবধানে হলেও, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ এখনও প্রভাবশালী। অন্তত ১০ জন কমল নাথ ঘনিষ্ঠ নেতা তালিকায় জায়গা পেয়েছেন।

ওমকার সিং মারকম, জয়বর্ধন সিং, নিলয় ডাগা, প্রিয়ব্রত সিং-এর মতো বড় নাম তালিকায় থাকলেও, এই রদবদল সংগঠনের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভাজন আরও স্পষ্ট করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

সংগঠনের ঐক্য প্রদর্শনের বদলে এই পদক্ষেপে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস নতুন করে অন্দরের বিদ্রোহ ও অসন্তোষের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, তা এখন সময়ই বলবে।

বেঙ্গালুরুতে ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৫, বিল্ডিং নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে মালিক গ্রেপ্তার

বেঙ্গালুরু, ১৭ আগস্ট: কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর নাগরথপেট এলাকায় শনিবার একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে দমকল বিভাগ।

পুলিশ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দুই ভবনের মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বেঙ্গালুরু শহরের পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার সিং জানিয়েছেন, 'এই ভবনগুলিতে কোনও ধরনের নিরাপত্তা নির্দেশিকা মানা হয়নি। অনুমতি ছাড়াই অতিরিক্ত তলা নির্মাণ করা হয়েছে।'

রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুলিশ কমিশনার সীমান্ত কুমার সিং। উপমুখ্যমন্ত্রী ওঙ্কজ্জ-কে জানান, 'এই দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ভবনের মালিক। এখানে যেসব ভবন রয়েছে, তার বেশিরভাগই অবৈধভাবে নির্মিত। আমি কর্তৃপক্ষকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। যদি ভবনগুলি মজবুত করা না হয়, তাহলে আমরা সব ভেঙে ফেলতে বাধ্য হব।'

তিনি আরও জানান, 'এই ঘটনায় প্রাণ হারানো পাঁচজনই রাজস্থানের বাসিন্দা। মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকার ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে। এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।'

ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, দমকলকর্মীরা উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম চালাচ্ছেন। আগুন লাগার পর বহু মানুষ ভবনের ভিতরে আটকে পড়ে যান এবং দ্রুত ধোঁয়ায় শ্বাসরোধ হয়ে প্রাণ হারান। স্থানীয় প্রশাসনের দাবি, বেঙ্গালুরুর পুরনো ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে বহু ভবনেই অবৈধ নির্মাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে কড়া নজরদারি চালানো হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে সরকার।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী নির্ধারণে বিজেপির সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট: বিজেপির সদর দফতরে দলের সংসদীয় বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ সংসদীয় বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন। দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, এই বৈঠকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এই মাসের ৬ তারিখে, শাসক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ)-এর নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিলেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য এনডিএ-র প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

লোকসভায় উঠছে 'জন বিশ্বাস ২.০' বিল: প্রথমবার অপরাধে জরিমানা নয়, দেওয়া হবে 'উন্নয়ন নোটিশ'

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট: কেন্দ্র সরকার আগামী সোমবার লোকসভায় জন বিশ্বাস (বিধি সংশোধন) বিল, ২০২৫ পেশ করতে চলেছে, যা বিভিন্ন আইনের শতাধিক ধারায় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি প্রথমবার অপরাধ করলে জরিমানা না দিয়ে 'উন্নয়ন নোটিশ' দেওয়ার নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে। এই বিল ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে এবং এর লক্ষ্য দেশের প্রশাসনে বিশ্বাসভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাগরিক ও ব্যবসার জন্য নিয়মিত প্রক্রিয়া সহজতর করা।বিলে প্রথমবার কোনো অপরাধ হলে সরাসরি জরিমানা না দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। দ্বিতীয়বার অপরাধে একই পরিমাণ জরিমানা ধার্য থাকবে এবং পরবর্তী অপরাধে তা বাড়ানো হবে, তবে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে। এই 'জানাও --- সংশোধন করো—তারপর জরিমানা' মডেল জন বিশ্বাস ১.০-এর 'প্রথমবার ধরা পড়লেই জরিমানা' নীতির পরিবর্তন, যা ব্যবসা ও জীবনযাত্রায় সুবিধা দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের জন বিশ্বাস আইনে ১৮০টির বেশি বিধান থেকে অপরাধমূলক শাস্তি বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার এই বিলের মাধ্যমে আরও ১০০টির বেশি বিধানে এ ধরনের সংশোধন আনা হবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগে জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবসে বলেছিলেন, দেশের এমন অনেক অপ্রয়োজনীয় আইন রয়েছে যা ছোটখাটো ভুলের জন্য মানুষকে জেলে পাঠায়, সেগুলো বাতিল করা জরুরি।

উল্লেখযোগ্য হলো, ফুড কর্পোরেশন আইন এবং ভারতীয় বন আইনসহ একাধিক আইনে ইতিমধ্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা শিথিল করে শুধু জরিমানা রাখার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই নতুন বিলের মাধ্যমে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও

রাহুলের অভিযোগের

● প্রথম পাতার পর

করে, ইসি শুধু "অযোগ্য" নয়, বরং প্রকাশ্যেই পক্ষপাতদুষ্ট। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, "রাহুল গান্ধীর ভোটাধিকার যাত্রা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসি দাবি করেছে যে তারা শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ করে না। অথচ বাস্তব প্রমাণ একেবারেই অন্য কথা বলছে।"তিনি আরও বলেন, কমিশন রাহুল গান্ধীর উত্থাপিত প্রশ্নগুলির কোনওটিরই সন্তোষজনক জবাব দেয়নি।

বিহারে রাহুলের

● প্রথম পাতার পর

শেখপুরা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, দরভাঙ্গা, সীতামঢ়ি, চম্পারণ, সিওয়ান, ছপরা, আড়াহ ঘুরে পাটনায় সমাপ্ত হবে।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা ঘিরে যখন বিহারে রাজনৈতিক তরঙ্গ তুঙ্গে, তখন রাহুল গান্ধীর এই 'ভোটার অধিকারের যাত্রা' বিরোধী শিবিরকে নতুন করে চাঙা করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা

বহিষ্কৃত খয়েরপুর মন্ডল

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক কর্মীর ক্ষেত্রে অনুচিত, অগ্রহণযোগ্য এবং দলীয় শৃঙ্খলা ও নীতিমালার পরিপন্থী।

এই ধরনের আচরণ দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে এবং জনমানসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাকে পূর্বে একাধিকবার মৌখিকভাবে সতর্ক করা হযেছে। কিন্তু তিনি তা অগ্রাহ্য করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপ চালিয়ে গেছেন।

তাই, ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের সভাপতির নির্দেশক্রমে মান্না দে- কে অবিলম্বে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হলো। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

উপরাষ্ট্রপতি পদে

● প্রথম পাতার পর

থাকাকালীন তিনি সংসদের বস্ত্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি ছিলেন। এই সময় তিনি ৯৩ দিনব্যাপী ১৯,০০০ কিলোমিটারের এক রথযাত্রার আয়োজন করেন। যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সব নদীকে সংযুক্ত করা, সন্ত্রাসবাদ দমন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মাদকবিরোধী আন্দোলন। এ ছাড়া তিনি আরও দুটি পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে।

২০২৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তার এক বছর পর, ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই তিনি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এনডিএ নেতৃত্ব মনে করছে, তাঁর অভিজ্ঞতা, গ্রহণযোগ্যতা ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা তাঁকে দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদে একটি যোগ্য প্রার্থী করে তুলেছে।

মর্মান্তিক

● প্রথম পাতার পর

বাড়ি আসছি। সেই কথা বলেই দিবাকর ঘোষ ও তার স্ত্রী প্রিয়াংকা ঘোষ টিআর০১- এ ডাব্লিউ - ৯২০৫ নাম্বারের স্কুটি নিয়ে কসেশ্বরী মায়ের মন্দির থেকে সিপাহীজলা নৌকাঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পেছন অন্য গাড়ি করে দিবাকর ঘোষের মা বাবা মাসি আসছেন। হঠাৎ দিবাকরের বাবা দেখতে পায় গোকুলনগর টিএসআর ক্যাম্পের পাশে প্রচন্ড লোকজন রাস্তায় ভিড় জমে আছে। গাড়ি থেকে নেমে দেখতে পায় ছেলে দিবাকর ঘোষ পুত্রবধূ প্রিয়াংকা ঘোষ রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে।

দুর্ঘটনার সাথে সাথে টিএসআর ক্যাম্পের জওয়ানরা গাড়ি করে দিবাকর ঘোষকে দ্রুত হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা ঘোষকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অন্যদিকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে দিবাকর ঘোষকেও মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। স্বামী স্ত্রী উভয়ের মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

জানা যায়, বেশ কিছুদিন হয়েছে তাদের বিয়ে হয়েছে। দিবাকর বিলোনিয়া গ্রামীণ ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিল। তিনদিনের ছুটিতে বিলোনিয়া থেকে বাড়িতে এসেছিল সে। ফটিক ঘোষের একমাত্র ছেলে দিবাকর ঘোষ, অন্যদিকে প্রিয়াঙ্কা ঘোষ ছিল তার পরিবারের একমাত্র কন্যা। তাদের মৃত্যুতে ঘোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে

দেহদান, অঙ্গদানেও

● প্রথম পাতার পর

রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা প্রয়োজন। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি আরও বাড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিআরপিএফ আমাদের দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করছে। তারা রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচি পালনেও এগিয়ে আসছেন। এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তিনি সিআরপিএফ এবং রোটারি ক্লাবকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, রক্তদানের পাশাপাশি দেহদান, অঙ্গদানেও জনগণকে সচেতন করতে হবে। ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের আত্মবলিদানে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাদের সবসময় স্মরণ করতে হবে। শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন সিআরপিএফ''র ত্রিপুরা সেক্টরের আইজিপি বিমল কুমার বিষ্ট, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ-র ডিআইজিপি ওয়াই কে রাজপুত, ডিআইজিপি হেনজেং প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রোটারি ক্লাব অফ অ্যাসপায়ারিং আগরতলার সভাপতি ড. দামোদর চ্যাটার্জি। সবাইকে ধান্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সচিব ঝুমুর বণিক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠান শুরুর আগে সিআরপিএফ-র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

হিতে বিপরীত হতে

● প্রথম পাতার পর

হতে পারে। তিনি আরও বলেন, সরকারের উচিত এই নিয়োগ নীতিকে সংশোধন করে রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে রাজ্য জুড়ে।

মসজিদে মাংস, চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

মসজিদের ভিতরে একটি প্লাস্টিক প্যাকেট ফ্লোরে পড়ে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে ইমাম স্থানীয় মানুষদের খবর দেন। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষরা মসজিদের ফ্লোরে থাকা প্লাস্টিক প্যাকেট খুলে দেখেন শুকরের মাংস এবং একটি চিঠি রয়েছে। এই খবর পেয়ে কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ বদরুজ্জামান, ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মফস্বর আলী, টিলাবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অহিদুজ্জামান সহ আরও বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা টিলাবাজার জামে মসজিদে আসেন এবং ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন।

সময় যত গড়িয়ে যায় ততই সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে ইরানি থানার ওসি বিরাজ দেববর্মা, কৈলাসহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এল দারলং, ডেপুটি মেজিস্ট্রেট মতি লাল দেববর্মা, সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত হন। ঘটনার ব্যাপারে গৌরনগর ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ বদরুজ্জামান জানান যে, বিগত কিছু দিন পূর্বে কৈলাসহরের কনকপুর এলাকার মসজিদের দানবাক্স চুরি হয়ে যায়, এরপর গৌরনগরের মসজিদের দানবাক্স চুরি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উদয়পুরের মসজিদে শুকরের মাংস রাখা হয়েছে। শেষ ঘটনা কৈলাসহরের টিলাবাজারের মসজিদে ঘটলো। এভাবে কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারীরা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য এবং শান্তি সম্প্রীতি বিনস্ট করতেই এসব কাজ করে যাচ্ছে। টিলাবাজারের মসজিদে ভিতরে শুধুমাত্র শুকরের মাংসই রাখেনি। মাংসের সাথে একটি চিঠিও রেখে যায়।

তিনি জানান, চিঠির মধ্যে লিখা রয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু রাজ্য ছিলো। টিলাবাজার এলাকায় মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ছিলেন না এবং টিলাবাজার জামে মসজিদের জায়গাটি গৌর গোবিন্দের ছিলো এবং সেখানে গৌর গোবিন্দের হিন্দু মন্দির ছিলো। তাই অবিলম্বে টিলাবাজার জামে মসজিদটি ভাঙ্গতে হবে বলে চিঠিতে লিখা রয়েছে বলে জানান।

তবে, মহম্মদ বদরুজ্জামান উনি সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহবান জানান এবং সামাজিক মাধ্যমে কোনো ধরনের উস্কানিমূলক লিখালিখি না করারও আহবান জানান। দুস্কৃতিকারীদের অবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী করেছেন মহম্মদ বদরুজ্জামান।

ঘটনার ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মফস্বর আলী বলেন যে, এই কাজ কে করেছে কেউ দেখেনি। সবাই অনুমান করে কথা বলছে। তবে, নিশ্চয়ই কোনো দুস্কৃতিকারী এই ধরনের জঘন্য কাজ করেছে। এই কাজের সাথে যারা জড়িত রয়েছে কিংবা যারা এই কাজ করেছে তাদেরকে অবিলম্বে খোঁজে বের করে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের কাছে আহবান রাখেন।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ স্থানীয় যুবকরা টলাবাজার জামে মসজিদের ভিতর জল দিয়ে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পরিস্কার করে নেয়। অন্যদিকে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঊনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই ঘটনাস্থলে এসেছেন বলে জানা গেছে। তবে, টিলাবাজার জামে মসজিদের ভিতরে শুকরের মাংস উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা কৈলাসহর মহকুমায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

আগরতলায় কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় মেঘভাঙা ও ভূমিধসে প্রাণ গেল ৭ জনের, চলছে উদ্ধার অভিযান

জম্মু, ১৭ আগস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভূমিধসের কারণে দু'টি পৃথক ঘটনায় অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ও রবিবার রাতের মধ্যবর্তী সময়ে এই ঘটনা ঘটে। প্রশাসন জানিয়েছে, কাঠুয়ার জোড় ঘাঁটি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং জঙ্গলটে এলাকায় ভূমিধসে প্রাণ হারিয়েছেন আরও দুইজন।

ইউনিয়ন মন্ত্রী এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উদমপুরের সাংসদ জিতেন্দ্র সিং এক্স-এ জানান, মেঘভাঙার ফলে একটি রেললাইন, জাতীয় সড়ক-৪৪ এবং একটি পুলিশ স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, "বেসামরিক প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমেছে এবং পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।" একই সঙ্গে তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বলেছেন, "জোড় খাদ ও জুঠানা-সহ কাঠুয়ার একাধিক অংশে ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত।" মুখ্যমন্ত্রী আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সবরকম সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, কাঠুয়ায় তাদের উদ্ধারকারী দল কাজ করছে। সেনার 'রাইজিং স্টার কর্পস' এক্সে জানিয়েছে, "আমাদের বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারগুলিকে উদ্ধার করছে, খাদ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করছে।"

অন্যদিকে, কাঠুয়া জেলা প্রশাসন ভারী বৃষ্টির কারণে সতর্কতা জারি করেছে এবং সাধারণ মানুষকে নদী, নালা, ঝর্ণা এবং ভূমিধসপ্রবণ এলাকা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। জেলা তথ্য কেন্দ্র জানিয়েছে, 'জলস্তর দ্রুত বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় হঠাৎ বন্যা এবং ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে।' প্রশাসনের তরফে দুটি জরুরি হেল্পলাইন নম্বরও জারি করা হয়েছে০১৯২২-২৩৮৭৯৬ এবং ৯৮৫৮০৩৪১০০।

প্রশাসন আরও জানিয়েছে, উঝ নদীর জলস্তর বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর আগে, একই সপ্তাহে কিশওয়ার জেলার চিসোটি গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যায় ৫০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১০০-রও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। মাছাইল মাতা মন্দিরে বাৎসরিক যাত্রার সময় এই বিপর্যয় ঘটে, যেখানে এখনও অন্তত ৮২ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই ধাক্কায় জম্মু ও কাশ্মীরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী সমন্বয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুসলিমদের সরকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে: হিমন্তর বিরুদ্ধে রফিকুল ইসলামের ক্ষোভ

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট: আসামে মুসলিম সম্প্রদায়কে সরকার পরিচালনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছেএই অভিযোগ তুলেছেন অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর বিধায়ক ও দলীয় সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।

তিনি বলেন, "বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলিম মন্ত্রী নেই। আসামের ৩৪টি জেলায় কোথাও কোনো মুসলিম এসপি বা ডিসি নেই। অথচ রাজ্যে বহু মুসলিম আইএএস ও আইপিএস অফিসার রয়েছেন। কিন্তু তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হচ্ছে না।"

স্বাধীনতা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণকে "দুর্ভাগ্যজনক" এবং "ঘৃণাভিত্তিক প্রচার" হিসেবে বর্ণনা করে রফিকুল ইসলাম বলেন, "এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পরিবর্তে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, 'অজানা কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে'এই ধরনের বক্তব্য জনগণের মনে ভয় ছড়ানোর কৌশল।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির লাল কেল্লা থেকে এবং হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুয়াহাটিতে একই বার্তা দিচ্ছেনঅবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে মিথ্যা আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে।"

রফিকুল ইসলাম দাবি করেন, আসামে মুসলমানরা প্রায় ৩৫ শতাংশ হলেও বিজেপি দলে একজনও মুসলিম বিধায়ক নেই। প্রশাসন এবং সরকারউভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। "এইভাবে মুসলিমদের "বহিরাগত" হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে, যাতে সমাজে বিভাজন তৈরি করা যায়," অভিযোগ তার।

অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি সত্যিই লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী এসে থাকেন, তাহলে বিজেপি সরকার এত বছর ধরে কী করছিল? কেন্দ্রীয় সরকার, বিএসএফ বা রাজ্য সরকার কেন তা ঠেকাতে পারেনি?" মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে মুসলিম শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি নিয়ে কটাক্ষেরও প্রতিবাদ করেন রফিকুল। তিনি বলেন, "একদিকে বলেন মুসলমানরা শিক্ষিত নয়, অন্যদিকে যারা উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে তাদের নিয়েও অপপ্রচার চালান। এই দ্বিচারিতা বন্ধ হোক।"

শেষে তিনি বলেন, "চাইল্ড ম্যারেজের মতো সমস্যা এক সময়ে ছিল, কিন্তু এখন তা হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের আসল প্রাধান্য হওয়া উচিতজাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য কর্মসংস্থান, ঐক্য ও সম্প্রীতি।"

মণিপুরে পিএলএ ক্যাডার ও যানবাহন চোর গ্রেফতার, চাঁদাবাজি ও ট্রাফিক লঙ্ঘন তদন্তে নিরাপত্তা জোরদার

ইমফল, ১৭ আগস্ট: মণিপুরে চাঁদাবাজি, যানবাহন চুরি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে নিরাপত্তাবাহিনী গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জোরদার চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে। ১৬ আগস্ট ইমফল পশ্চিম জেলার পাতসই পার্ট-৪ এলাকা থেকে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন আরপিএফ/পিএলএ-র এক সক্রিয় সদস্য ময়েংবাম জিবন সিংহ (৫১) কে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি উপত্যকা অঞ্চলে দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে জড়িত ছিলেন। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে।

একই দিনে থৌবল জেলার জেলাশাসক হাসপাতালের কাছে থেকে এক যানবাহন চোর মোঃ নওয়াজ খান (৩১) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি তেথা মাখা সাঙ্গাইউমফাম মাইরেনখুন এলাকার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া একটি হোন্ডা প্লেজার স্কুটার উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের বিরুদ্ধেও অভিযানে নেমেছে মণিপুর পুলিশ। ১৬ আগস্ট মোট ২৭টি চালান জারি করে ৭১,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ৫টি গাড়ি এবং ১৪ আগস্ট আরও ৭টি গাড়ি থেকে অবৈধ টিন্টেড ফিল্ম সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা রক্ষার্থে রাজ্যের সীমান্তবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় টহল, তল্লাশি এবং এলাকা দখলের অভিযান চালাচ্ছে যৌথ নিরাপত্তাবাহিনী। ১৬ আগস্ট রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি ও সমতল জেলায় মোট ১১৪টি নাকা ও চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়, যদিও ওইদিন কাউকে আটক করা হয়নি। প্রশাসন জানিয়েছে, অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেঘালয়ের দুই ফুটবলারের ভারতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ায় গর্বিত রাজ্য

শিলং, ১৭ আগস্ট : ভুটানে অনুষ্ঠিত হতে চলা সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন অনূর্ধ-১৭ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন মেঘালয়ের দুই তরুণী ফুটবলার। শিলং-এর মিডফিল্ডার বোনিফিলিয়া শুল্লাই এবং ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস-এর ডিফেন্ডার আলিশা লিংদোহ ভারতের ২৩ সদস্যের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এই সাফল্যে মেঘালয় রাজ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা দুই ফুটবলারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, "ভারতীয় দলে মেঘালয়ের দুই খেলোয়াড়ের নাম দেখে অত্যন্ত গর্বিত। আমাদের তরুণ প্রতিভাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। চিয়ার ফর টিম ইন্ডিয়া!" এমন বার্তা দিয়েছেন তিনি তাঁর সরকারি এক্স অ্যাকাউন্টে। সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন অনূর্ধ-১৭ মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ দক্ষিণ এশিয়ার কিশোরী ফুটবল প্রতিভাদের তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ। বোনিফিলিয়া এবং আলিশার নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের মহিলা ফুটবলে মেঘালয়ের সক্রিয় উপস্থিতি আরও স্পষ্ট হলো। রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা আশাবাদী, এই দুই প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভারতের জার্সিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দারুণ পারফর্ম করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবেন।

সিকিমে মাদক বিরোধী অভিযান: সোরেং জেলার নয়া বাজারে এক মাদক কারবারি গ্রেফতার

সোরেং, ১৭ আগস্ট : সিকিমের সোরেং জেলা পুলিশ একটি রাতের অভিযানে মাদকসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি, ৩২ বছর বয়সী পাসাং ভুটিয়া, ১৬ আগস্ট রাতে নয়া বাজার এলাকায় ধরা পড়েন। তাঁর কাছ থেকে পুলিশ ১৪৪টি নিষিদ্ধ ক্যাপসুল এবং নগদ ৪,৬০০ টাকা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন নজরদারির ভিত্তিতে নয়া বাজার থানার পুলিশ একটি ট্যাক্সি তল্লাশি করে। রাত ৯টা ৩ মিনিট নাগাদ ফরেস্ট বাংলোর কাছে গাড়িটি আটকানো হয়। গাড়িচালক পাসাং ভুটিয়া, যিনি হাউজিং কলোনি, নয়া বাজারের বাসিন্দা ও প্রয়াত জাংবো ভুটিয়ার পুত্র, তাঁর কাছ থেকে উইন্ডলাস উইনস্পাজমো ফোর্টে নামক ১৪৪টি মাদক ক্যাপসুল (১৮টি স্ট্রিপে প্যাক করা) পাওয়া যায়। পাশাপাশি, নগদ ৪,৬০০ টাকাও জব্দ করা হয়।

এই তল্লাশি অভিযানে উপস্থিত ছিলেন প্রমিলা গুরুং, বিডিও, বাইগুনে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ এবং সিকিম অ্যান্টি-ড্রাগস অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী মামলা দায়ের হয়েছে।

যতনবাড়ি- করবুক হয়ে শিলাছড়ি যাতায়াতের প্রধান সড়কটির বেহাল দশা, সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: স্থানীয় রাস্তার বেহাল দশায় নাজেহাল সাধারণ জনগন। যতনবাড়ি- করবুক হয়ে শিলাছড়ি যাতায়াতের প্রধান সড়কটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাস্তার মেটেলিং কার্পেটিং উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে গোটা রাস্তায়। প্রতিদিন সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যানচালকসহ নিত্য যাত্রীদের। অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে রাস্তার এই বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। রাস্তাটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নির্মাণ সংস্থা এনএইচআইডিসিএল এর ভূমিকা নিয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ জনগণ। রাস্তার এই ভগ্নদশায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন যান চালকরা। অবিলম্বে রাস্তাটির সংস্কারে হাত ধরে দপ্তর, দায়ী জনগণের।

এবারের গনেশ বন্দনায় ৩০ ফুট উচ্চতার কাঁচের গনেশ মূর্তি তৈরি করছে কাশীপুর গনেশ পূজা কমিটি

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: বিগত বছরের ন্যায় এবছরও কাশীপুর গনেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে গনেশ পূজা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এবারেও কোনো ধরনের চাঁদা সংগ্রহ ছাড়াই শুধুমাত্র কমিটির সদস্যরা মিলে এই পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এবছর ৩০ ফুট উচ্চতার কাঁচের গনেশ মূর্তি তৈরি করা হচ্ছে কমিটির উদ্যোগে।

পূজার বিবরণ সম্পর্কে কমিটির চেয়ারম্যান উত্তম কুমার ঘোষ জানিয়েছেন আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত এই গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পূজাকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের চাঁদা সংগ্রহ করা হয়নি। কমিটির সদস্যরা মিলে এই পুজোর আয়োজন করেছেন। পুজোকে কেন্দ্র করে এবারের বিশেষ চমক হিসেবে ৩০ ফুট উচ্চতার কাঁচের গণেশ মূর্তি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গনেশ পূজা উপলক্ষে বস্ত্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজও হাতে নিয়েছে পূজা কমিটি। প্রতিবছরের মতো এবারও গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

রাবার বাগান থেকে ড্রোন উদ্ধারে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: ফের রাবার বাগান থেকে উদ্ধার হল একটি ড্রোন। ঘটনা লেফুঙ্গা থানাধীন কালাপানিয়া এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, লেফুঙ্গা থানাধীন কালাপানিয়া এলাকায় একটি রাবার বাগান থেকে একটি ড্রোন উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় এক যুবক আকাশ দেববর্মা আজ সকালে রাবার বাগানে গিয়ে এই ড্রোনটিকে পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় স্থানীয়দের। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন মোহনপুর থানার এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথ সহ লেফুঙ্গা ফারী থানার পুলিশ। ড্রোনটিকে উদ্ধার করে স্থানীয়দের থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ। কোথা থেকে এই ড্রোনটি এখানে এসেছে সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর সঙ্গে কারা জড়িত তাও খুঁজে দেখা হচ্ছে।

ইয়াবা কাণ্ডে জড়িত সঞ্জয় সূত্রধরকে গ্রেফতার করল আমতলী থানার পুলিশ

আগরতলা, ১৭ আগস্ট : গত ৭ই আগস্ট বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করেছে আমতলী থানার পুলিশ। এদিন পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করে প্রায় ৯০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট। এ ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়।

পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি ইয়াবা পাচারচক্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। তার দেওয়া সূত্র ধরে রবিবার আবারও অভিযান চালায় আমতলী থানার পুলিশ। এসময় আটক করা হয় মাদকচক্রের আরেক সদস্য সঞ্জয় সূত্রধরকে।

আমতলী থানার ওসি পরিতোষ দাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, "প্রাথমিক তদন্তে আমরা পাচারচক্রের একটি বড় নেটওয়ার্কের খোঁজ পেয়েছি। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে সঞ্জয় সূত্রধর নামে আরেকজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি। এই চক্রে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব আয়োজিত ফ্লোরিক বর্ষসেরা ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ আগস্ট : ত্রিপুরার ক্রীড়া মহলে উৎসবের আমেজ। আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব আয়োজিত ফ্লোরিক বর্ষসেরা ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের পাঁচজন প্রাক্তন দিকপাল। পাশাপাশি ছিলেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এবং বিশিষ্ট অতিথিরা।

এদিন রাজ্যের ২২ জন ক্রীড়াবিদকে সম্মানিত করা হয় তাঁদের ক্রীড়া অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ। পাশাপাশি অতীতের পাঁচজন প্রাক্তন দিকপাল ফুটবলারের হাতেও তুলে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মাননা।

ক্লাবের এই মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঘিরে শুধু ক্রীড়াপ্রেমীদেরও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। অনুষ্ঠানে ব্যাপক উচ্ছ্বাসের লক্ষ্য করা গেছে।

সিআইটিইউ-র উদ্যোগে মেগা রক্তদান, দেহদান ও চক্ষুদান শিবির

আগরতলা, ১৭ আগস্ট : সি আই টি ইউ জিরানীয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে রবিবার রাজধানীর অফিস লেনস্থিত সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা রক্তদান, দেহদান ও চক্ষুদান শিবির। দিনভর আয়োজিত এই শিবিরে বহু স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন।

শিবিরটি পরিদর্শন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআইএম বর্ষীয়ান নেতা মানিক সরকার, বিরোধীদল নেতা জিতেন চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, উপজাতি নেতৃত্ব রাধাচরণ দেববর্মা সহ আরও অনেকে। তাঁদের উপস্থিতি আয়োজনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। রক্তদান ও অঙ্গদানের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

মোহনপুর সিএইচসি-র ১৬ আগস্ট, ২০২৫ এর ঘটনা বিষয়ে স্পষ্টিকরণ দিল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট:১৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ভোর ৪টা ২৫ মিনিটে জগতপুরের বাসিন্দা দীপঙ্কর দেবনাথ নামে এক রোগীকে শ্বাসকষ্ট ও অতিরিক্ত ঘামার উপসর্গ নিয়ে অচেতন অবস্থায় মোহনপুর সিএইচসি-র জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেই সময়ে জরুরি বিভাগে ৩ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক, ১ জন জিডিএমও এবং ১ জন নার্সিং অফিসার ডিউটিতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কেন্দ্রে মোট ৪ জন অ্যালোপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার, ৫ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক এবং ২ জন পিজি চিকিৎসক কর্মরত আছেন। পরীক্ষার সময় রোগীর রক্তচাপ রেকর্ড করা হয় ৯০/৬০, এসপিওএসপিওটু মাত্র ৪৪, এবং পালস রেট ৬৪/মিনিট। রোগীকে সাথে সাথে নেবুলাইজেশন, ইনজেকশন অ্যাট্রোপিন ও ডেক্সোনা প্রদান করা হয় এবং ডিউটিতে থাকা জিডিএমও-র উপস্থিতিতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মাধ্যমে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়। ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে রোগীর কোনো ভায়টাল সাইন শনাক্ত করা যায়নি এবং ৪টা ৪০ মিনিটে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

দপ্তর জানিয়েছে, প্রসঙ্গত, মৃতের পুত্র ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এসআইএস নামক সংস্থার অধীনে মোহনপুর সিএইচসি-তে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং পরবর্তীতে উক্ত সংস্থার মাধ্যমেই চাকরিচ্যুত হন। তিনি হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং সেদিন অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর সংযোগে নিজে হস্তক্ষেপ করায় একটি কনসেন্ট্রেটরের সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সেই সময় জরুরি বিভাগে আরও ২টি কার্যকর অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর এবং একটি পূর্ণ অক্সিজেন সিলিন্ডার উপলব্ধ ছিল। রোগীকে নার্সিং অফিসার কর্তৃক অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী প্রথমে রোগীকে স্থিতিশীল করে প্রয়োজনে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে রোগী জরুরি বিভাগে আসার ১৫ মিনিটের মধ্যে মৃত্যুবরণ করায় রেফার করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। অক্সিজেন সুবিধার অভাবের অভিযোগ সত্য নয়। উক্ত সময়ে জরুরি বিভাগে ২টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ও রিফিলকৃত অক্সিজেন সিলিন্ডার চালু অবস্থায় ছিল। হাসপাতালের নথি অনুযায়ী, ১৪ থেকে ১৭ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৮ জন রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। অক্সিজেন সিলিন্ডার ও কনসেন্ট্রেটর পরিচালনা করেন অন ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার, নার্সিং অফিসার বা ইনডোর স্টাফরা। এর জন্য কোনো টেকনিক্যাল স্টাফ অপরিহার্য নয়। তবে এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা ডিউটিতে থাকা ইন্টার্ন চিকিৎসক ও নিরাপত্তা রক্ষীদের ওপর হামলা চালায়। এমওআইসি ইতিমধ্যে এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, যুগ্ম অধিকর্তা ডা. নির্মল সরকার, পশ্চিম জেলার সিএমও ডা. রঞ্জন বিশ্বাস এবং এনএইচএম-এর মেম্বার সেক্রেটারি ডা. নূপুর দেববর্মা মোহনপুর সিএইচসি পরিদর্শন করে ঘটনাটি তদন্ত করেন।

১৯ আগস্ট মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আগামী ১৯ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৭ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা:) মানিক সাহা। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বড়নারায়নস্থিত উপমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের পৈত্রিক বসত বাড়িতে সপ্তাহব্যাপী ভাগবত পাঠের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১৭ আগস্ট: বড়নারায়নস্থিত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকের পৈত্রিক বসত বাড়িতে ১৩ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত একটানা শ্রীমৎ ভাগবতপাঠের অনুষ্ঠান চলছে। প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে শুরু হয় ভাগবত পাঠ।

ভক্ত প্রান অনুরাগী যারা তারা প্রত্যেকেই আবেগ এবং উৎসাহ নিয়ে নিরবে নিভৃতে শ্রীমৎ ভগবতের পাঠে অংশগ্রহন করেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সনাতন ধর্মীয় মানুষের উপস্থিতি হয় লক্ষ্যণীয়।

মনসা পূজার জন্য শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: মনসা পূজার জন্য বাড়ির পুকুরে শাপলা ফুল তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক ঘটনা এই ঘটনাটিকে ঘটেছে মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রপুর কলোনীতে। শাপলা ফুল আনতে গিয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে মৃত্যু হলো অমল কান্তি সাহার। মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের চন্দ্রপুর কলোনী এলাকার বাসিন্দা অমলকান্তি সাহা পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। আজ তাদের বাড়িতে মনসা পূজা ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফুল তুলতে নেমে আর পুকুর থেকে উঠতে পারেননি তিনি। বাড়ির প্রত্যেকে খোজা খুজি করে দেখতে পান পুকুরেই পরে আছে ওই ব্যক্তি।

তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে, যেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা চন্দ্রপুর এলাকায়। এদিকে বাড়ির পূজার্চনা মাঝপথেই থেমে যায়।

গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না হওয়া নিয়ে বিতর্ক, বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ

আগরতলা, ১৭ আগস্ট : দীর্ঘ পরম্পরা ভেঙে এ বছর প্রথমবারের মতো গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়নি। ঘটনাটি ঘিরে রাজ্যে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।তিনি জানান, পতাকা না তোলার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অবাঞ্ছিত একটি ভুল। তাঁর মতে, এ ধরনের অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের হলেও অবহেলার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

এছাড়াও তিনি শাসক বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, বিজেপি এখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সাভারকারের মতো রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ব্যস্ত, যারা এক সময় স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ব্রিটিশদের দালালি করেছিলেন। স্বাধীনতার পেছনে যারা ছুরি মারতে চেয়েছিল, তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাতেই গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে ভুলে গেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। সংবাদ মাধ্যমের কাছে এমনই অভিযোগ তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।

ক্রীড়াঙ্গন

আগরতলা সহ প্রতিটি জেলায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রাজ্য সরকার চায় ফুটবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি হোক। সেজন্য সরকারি উদ্যোগে খেলাধুলার বিভিন্ন পরিকাঠামোর অনেক উন্নয়ন করা হয়েছে।

রাজ্যে ফুটবল সহ অন্যান্য খেলাধুলায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অভাব নেই। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা উমাকান্ত স্টেডিয়ামে কলকাতার ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের নিয়ে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী ফুটবলে কিক দিয়ে এম এল সাহা ম্যামোরিয়াল লেজেন্ডস কাপ ফুটবল ম্যাচের সূচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মতো বড় দলগুলির খেলোয়াড়দের এনে এধরণের খেলার আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা। রাজ্য সরকার চায় ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা ফুটবল সহ বিভিন্ন খেলাধুলায় তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে রাজ্যের নাম দেশ ও আন্তর্জাতিকস্তরে নিয়ে যেতে। আগরতলা সহ প্রতিটি জেলায় আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। খেলা শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে প্রমুখ।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ১-০ গোলে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব জয়ী হয়। খেলা শেষে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার ও অন্যান্য অতিথিগণ বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে টিএফএ প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। প্রত্যেক বছরের ন্যায় স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এবছরও ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রাক্তন ফুটবলারদের এক প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬ ঘটিকায় নৈশালোকে উমাকান্ত মিনি ফুটবল স্টেডিয়ামে। দুইটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড় সুভাষ বোস এবং কৃষ্ণপদ সরকার।খেলা শুরুর পূর্বে খেলোয়ারদের সাথে করমর্দন এবং পরিচয় করেন ভেটারেন্স ফুটবলার এসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত দেববর্মা, ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অসিত চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। খেলার ফলাফল কৃষ্ণপদ সরকার একাদশ ৫ এবং সুভাষ বোস একাদশ ৩।কৃষ্ণপদ সরকার একাদশের পক্ষে গোলগুলি করেন যথাক্রমে কৃষ্ণপদ সরকার, রূপক মজুমদার, দীপঙ্কর দেব, ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর এবং রাধাকান্ত মজুমদার। অপরদিকে সুভাষ বোস একাদশের পক্ষে গোলগুলি করেন জয়রাম অধিকারী এবং সুজিত সুক্লু দাস দুইটি। খেলা পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ এবং বিশ্বজিৎ সাহা।

যুবকদের মাঠমুখী করতে দুই জওয়ানের স্মৃতিতে ভলিবল টুর্নামেন্ট শান্তির বাজারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নেশার বিরুদ্ধে যুবকদের অবক্ষকে রুখতে খেলাধুলায় একমাত্র পথ বক্তা ডক্টর জালাল মিয়া।তাই আবারো জালাল মিয়ার অভাবনীয় উদ্যোগ।খেলাধুলার মাধ্যমে গ্রামীণ যুবকদের শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে শান্তির বাজার মহকুমায় অন্তর্গত বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল মাঠে বাইখোড়া এবং জোলাইবাড়ি এলাকার দুই বীর জওয়ান অমল সরকার এবং মানিক পাঠারি মেমোরিয়াল ভলিবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।জানা যায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ১৬টি টিম নিয়ে শুরু হয় এই টুর্নামেন্ট। মূলত লক্ষ যুবকদের শারীরিক বিকাশের পাশাপাশি নেশা থেকে যুবকদের বিরত রেখে খেলাধুলার মধ্যে আকৃষ্ট করা।এই লক্ষ্যে প্রত্যেক বছর এই দুই বীর জোয়ানের স্মৃতিতে টুর্নামেন্টের আয়োজন করেল বাইখোড়া এলাকার যুবকেরা। তাই গতকাল রাতে এই ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং দুই বীর জোয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্মৃতিচারণ করে ফাইনাল ম্যাচের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর জালাল মিয়া।এই ছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুই বীর শহীদ জওয়ানদের সহধর্মিনী এবং পরিবারের লোকজন সহ এলাকার বিশিষ্ট সমাজ সেবীগণ। শহীদ অমল সরকার এবং শহীদ মানিক পাটারী স্মৃতি ভলিবল টুর্নামেন্টে। চ্যাম্পিয়ন সাব্রুম জলেফা এরং রানারআপ বাইখোড়া কসমোপলিটান ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন এবং, অপর রানার্স দলের হাতে উপস্থিত অতিথিরা ট্রফি এবং চেক তুলে দেন। এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে বিশিষ্ট সমাজসেবী ডক্টর জালাল রানার্স টিমের যেই ১৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান সেটি প্রদান করেন। প্রতিনিয়ত সমাজের প্রতি উদার মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন ডঃ জালাল মিয়া। বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ জালাল মিয়া এবং বাইখোড়া এলাকার যুবকদের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা এলাকার যুবকদের নিয়ে এই ধরনের উদার মানসিকতা পাশাপাশি ভলিবল টুর্নামেন্টর আয়োজন কে কেন্দ্র করে মাঠের কানায় কানায় ভলিবল প্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষণীয়।

উৎসাহ উদ্দীপনায় ক্রীড়া মন্ত্রীর হাত ধরে কৈলাসহরে সন্তোষ স্মৃতি ফুটবল শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে, ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সন্তোষ দেবরায় স্মৃতি প্রাইজ মানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের। বিশিষ্ট সমাজসেবী নির্ভীক সাংবাদিক এবং এক মহান ব্যক্তিত্ব প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে শ্রীরামপুর ৬নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে চন্ডিপুর বিধানসভার শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কিনাইরচর মাঠে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী টিংকু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের সুযোগ্য পুত্র বিশিষ্ট আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী পিন্টু ঘোষ সহ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। খেলায় এখন পর্যন্ত ২৫টি দল অংশগ্রহণ করেছে। শুক্রবার উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় তাচাই এফ সি ব্রাদার্স বনাম টিলাবাজার একাদশ। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল ৬৫,০০০ টাকা সহ ট্রফি, রানার্স আপ দল ৫০,০০০ টাকা সহ ট্রফি, এছাড়াও থাকবে ব্যক্তিগত পুরস্কার যেমন সেরা খেলোয়াড়, সেরা গোলকিপার, সেরা ডিফেন্ডার, প্রভৃতি পুরস্কার। প্রয়াত সন্তোষ দেবরায় একজন সংগ্রামী সাংবাদিক ও সমাজসেবী হিসেবে তাঁর জীবদ্দশায় নানা সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি ক্রীড়া, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন। পূর্বেও কৈলাসহর প্রেস ক্লাব তাঁর নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল বেশ কয়েকবার। তবে এবারের আয়োজন তার তুলনায় অনেক বড় পরিসরে হচ্ছে। এই টুর্নামেন্ট শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়, এটি হল একজন মানবিক ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর এক মহৎ প্রয়াস।মন্ত্রী টিংকু রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে রাজ্যের খেলোয়ারদের সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। তাছাড়া, রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা রাজ্যে খেলাধুলার পরিকাঠামগত উন্নয়নের সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি আরও জানান ২০২৬ সালের প্রথম দিকে কৈলাশহরে বড় মাপের একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনের পরিকল্পনাও চলছে। উদ্বোধনী খেলায় তাচাই এফসি ব্রাদার্স ২-০ গোলের ব্যবধানে টিলা বাজার একাদশকে পরাজিত করে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেছে।

ফটিকরায়ের গোকুলনগরে আসাম রাইফেলস-এর প্রীতি ক্রিকেট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, কুমারঘাট।। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানাধীন গোকুলনগরে স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচী উপলক্ষে শনিবার স্থানীয় খেলোয়াড়ের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত করলো আসাম রাইফেলসের ২৮ নম্বর বাহিনী। খেলায় ১৮৬ রানে আসাম রাইফেলসকে হারিয়ে জয় হাসিল করলো স্থানীয় গোকুলনগর গ্রাউণ্ড স্টার।

খেলাকে ঘিরে উভয় দলের মধ্যেই ছিল ব্যাপক উৎসাহ।শুধু দেশ রক্ষা নয়, এর পাশা পাশি অনেক সামাজিক কাজেও এগিয়ে আসে আসাম রাইফেলস।

এবারে স্থানীয় গোকুলনগর এলাকায় গোকুলনগর গ্রাউণ্ড স্টার দলের খেলোয়াড়দের সাথে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত করলো রাধানগর স্থিত আসাম রাইফেলসের জাওয়ানরা। স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে গোকুলনগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং-এর সিদ্ধান্ত নেয় আসাম রাইফেলস। প্রথমে ব্যাটিং- এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে গকুলনগরের খেলোয়াড়রা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আসাম রাইফেলস জোয়ানরা ১১০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৭৬ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় গোকুলনগর।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশকে সুন্দরভাবে গড়তে সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে বার্তা দেন গোকুলনগর দলের অধিনায়ক পান্না দেব। আসাম রাইফেলস দলের তরফে বাহিনীর মেজর মঈন উদ্দীন জানান, স্থানীয় খেলোয়াড়দের সাথে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবলের মতো ম্যাচ প্রতিনিয়ত করে থাকেন তাঁরা। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সহায়তায় আয়োজন হয়েছে এই ক্রিকেট ম্যাচের। খেলায় উপস্থিত হন বাহিনীর কমানডেন্ট ধর্মেন্দ্র সিং চৌহান সহ বাহিনীর অন্যান্য আধিকারিক ও জওয়ানেরা। খেলাকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সার্বিক আয়োজনে ছিল আসাম রাইফেলস জাওয়ানরা। খেলাকে ঘিরে বেশ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে।

মুঙ্গিয়াকামিতে সচেতনতামূলক ফুটবল টুর্নামেন্টে সেরা টমটম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মুঙ্গিয়াকামি যুব সমাজের উদ্যোগে এক মাসব্যাপী আয়োজিত নেশা বিরোধী সচেতনতামূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে শনিবার। দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিনে এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল মরণব্যাধি ড্রাগস ও নেশার করাল গ্রাস থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘদিন ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন ফুটবল দল এতে অংশ নেয়। স্বাধীনতা দিবসের দিনে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। যেখানে মুখোমুখি হয় রাংঙ্খলপাড়া একাদশ ও মুঙ্গিয়াকামি টমটম একাদশ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ফাইনালের উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি, বিশিষ্ট সমাজসেবক গোপাল দাস সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। উত্তেজনা পূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে মুঙ্গিয়াকামি টমটম একাদশ একমাত্র গোলে রাংঙ্খলপাড়া একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নেয়। খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও অন্যান্য অতিথিরা। সমাপনী বক্তব্যে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমানে কচিকাঁচা ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যুব সমাজ খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, যা নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে, যাতে যুব সমাজ খেলাধুলার প্রতি আরও আগ্রহী হয় এবং নেশার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকে। নেশামুক্ত ত্রিপুরার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনের সামাজিক ব্যবস্থাও হবে সুস্থ ও সুন্দর।মন্ত্রী গোটা রাজ্যের আপামর জনগণকে এই সচেতনতার উদ্যোগে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

নিশিকান্ত স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন জ্যোতি মোহন চাকমা কারবারি পাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত নিশিকান্ত চাকমা স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। এদিন মুখোমুখি হয় দুই শক্তিশালী দল হলিক্রস বনাম জ্যোতি মোহন চাকমা কার্বাড়ী পাড়া। নির্ধারিত সময়ে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি ২-২ গোলে সমাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে জ্যোতি মোহন চাকমা কার্বাড়ী পাড়া ৫-৩ গোলে জয়লাভ করে শিরোপা অর্জন করে। ফাইনাল ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাওমনু বিধানসভার বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছাওমনু মন্ডল সভাপতি বিপ্লব চাকমা, মনু আরডি ব্লকের বিডিওসহ এলাকার বহু বিশিষ্টজন। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক ও চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা। অন্যদিকে রানার্স দলের হাতে ৩০ হাজার টাকা ও রানার্স ট্রফি প্রদান করা হয়।টুর্নামেন্টের সফল পরিচালনায় উদ্যোক্তা সংস্থা সাউথ লালছড়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ক্রীড়াপ্রেমী জনগণকে ধন্যবাদ জানান বিধায়ক। মাঠজুড়ে ফাইনাল খেলাকে ঘিরে জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ টুর্নামেন্টে ১৫টি দল অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ এক মাসব্যাপী প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে ১৫ আগস্ট ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয়েছে শহীদ নিশিকান্ত চাকমার স্মৃতিতে। ২০১৭ সালে বাম সরকারের আমলে সিপিএমের গুন্ডাবাহিনীর হাতে ছাওমনু বিধানসভা এলাকার একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী নিশিকান্ত চাকমা নির্মমভাবে খুন হন। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকার বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমার সহযোগিতায় শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উদ্যোক্তারা এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। উদ্যোক্তারা জানান, আগামী দিনগুলোতেও এধরনের টুর্নামেন্ট নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

আগরতলায় প্রথম লিজেন্ডারি ডার্বি ম্যাচে সবুজ-মেরুনকে হারিয়ে লাল-হলুদ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই। দক্ষতার পরিস্ফুটন। একদিকে সবুজ মেরুন, তো অপরদিকে লাল হলুদ। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচ। দর্শকাকীর্ণ উমাকান্ত স্টেডিয়াম, গোলশূন্য ড্র তে শেষ হওয়া নির্ধারিত সময়ের পর পেনাল্টি শুট আউট, এমনকি সাডেন ডেথ পর্যন্ত পুরোটাই উপভোগ করেন। সাডেন ডেথে লাল হলুদ তথা ইস্টবেঙ্গল ৫-৪ গোলে সবুজ মেরুন অর্থাৎ মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে। দীর্ঘদিন পর এ ধরনের ফুটবল মাঠে পুরোপুরি স্কিলের মিশেল। এম এল সাহা লিজেন্ডস কাপ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মধ্যে দারুন একটা ম্যাচ উপভোগ করলেন আপামর দর্শকরা। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ এমনকি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই দেখে অনেকে অনুমান করে নিয়েছেন ১০-২০ বছর আগে এই অ্যালভিটো ডি-চুনহা, সুলে মোসা, নবী, সাদ্দিক-রা মাঠ দাপিয়ে কেমন খেলতেন। শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদারের উপস্থিতিতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ম্যাচের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যান চৌবে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক তথা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, পেট্রন রতন সাহা, সচিব অমিত চৌধুরী সহ সকল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের অ্যালভিটো ডি-চুনহা পেয়েছেন প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। উনাকে স্বনামধন্য স্বপন দেবনাথ প্রাইজমানি স্বরূপ ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। ম্যাচের শেষে মাঠে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ী এবং বিজিত হিসেবে যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলকে সুদৃশ্য ট্রফি এবং খেলোয়ারদের প্রত্যেককে স্মারক উপহারে সম্মানিত করা হয়। দুই দলের খেলোয়াররা হলেন: ইস্টবেঙ্গল - সুলে মোসা (অধিনায়ক), শুভাশিস রায়চৌধুরী, সূর্য্য বিকাশ, সাফর সর্দার, সৌমিক দে, সুভাষ চক্রবর্তী, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়, ষষ্ঠী দুলে, অমিত দাস, মোঃ রফিক, আলভিটো ডি চুনহা, মাধব দাস। মোহনবাগান - দীপক মন্ডল (অধিনায়ক), সংগ্রাম মুখার্জি, কিংশুক দেবনাথ, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ সাহা, ডেনসন দেবদাস, জয়ন্ত সেন, সৈয়দ রহিম নবী, দুলাল বিশ্বাস, অসীম বিশ্বাস, হাবিবুর রহমান, লালাম পুইয়া পাছুয়া, আব্দুল সাদ্দিক, জন নৌকে সিনেডো।

ক্লাব লীগ ক্রিকেটে শতদল, স্ফুলিঙ্গ চলমান, জেসিসি ও ব্লাডমাউথ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে শতদল সংঘ। হারিয়েছে ৮৭ রানের ব্যবধানে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব কে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। এমবিবি স্টেডিয়ামে দেরিতে শুরু হওয়া খেলায় ২৩ ওভারের ম্যাচে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৭ উইকেটে ২০২ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জবাবে বিসিসি ৭ উইকেট হারিয়ে ১১৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২৩ ওভার ফুরিয়ে যায়। শতদলের দেবজ্যোতি পাল দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডের খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব চার উইকেটের এর ব্যবধানে পোলস্টার ক্লাবকে পরাজিত করেছে। ৩৪ ওভারের খেলায় পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দশ উইকেটে ১৪০ রান সংগ্রহ করলে জবাবে স্ফুলিঙ্গ এক বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে রোমাঞ্চকর ভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। পোলস্টারের অধিনায়ক আয়ুষ দেবনাথ ব্যাটে বলে দুর্দান্ত খেললেও দলকে জয় এনে দিতে পারেনি। স্ফুলিঙ্গের অয়ন রায় পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। আজ রবিবার অনুষ্ঠিত আরও তিনটি ম্যাচে চলমান সংঘ ছয় উইকেটে সংহতিকে, জেসিসি ছয় উইকেটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব ৫৫ রানে ওল্ড প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে।

এশিয়া কাপে খেলতে চান, নির্বাচকদের জানিয়ে দিলেন বুমরাহ, ফিটনেস পরীক্ষায় পাস সূর্যকুমার

ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে মাত্র তিনটে টেস্ট খেলায় বিভিন্ন মহলে সমালোচনার মুখে পড়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। এ বার তিনি নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছেন, পুরো এশিয়া কাপে খেলতে চান। দল নির্বাচনের সময় যেন তাঁর কথা মাথায় রাখা হয়। এ দিকে, ফিটনেস পরীক্ষায় পাস করেছেন সূর্যকুমার যাদব। দল নির্বাচনের বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে তাঁর।

আগামী ১৯ অগস্ট এশিয়া কাপের দল বেছে নেবেন নির্বাচকেরা। সেখানে বুমরাহ জায়গা পান কি না তা সময় বলবে। দেশের হয়ে আরও একটা ট্রফি জিততে চাইছেন বুমরাহ। 'ইন্ডিয়ান্স এক্সপ্রেস' ওয়েবসাইটে বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "এশিয়া কাপে ওকে পাওয়া যাবে বলে নির্বাচকদের ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে বুমরাহ। পরের সপ্তাহে বৈঠকে বসে দল বেছে নেবেন নির্বাচকেরা।"

ইংল্যান্ডে গিয়েছে প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্টে খেলেছিলেন বুমরাহ। তার মধ্যে দুটোতে ভারত হেরেছিল, একটাতে ড্র করেছিল। যে দুটো টেস্টে বুমরাহ খেলেননি সেগুলো জিতেছে ভারত। তবু ভারতের দলে বুমরাহের অবদান অস্বীকার করছেন না কেউ।

টেস্টে দীর্ঘ সময় বল করার ঝুঁকি থাকে। এশিয়া কাপ এ বার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হওয়ায় প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ চার ওভার বল করতে হবে। ফলে শরীরের উপর চাপও পড়বে না। সে কারণেই বুমরাহ এশিয়া কাপে খেলতে চাইছেন বলে ধারণা ক্রিকেটমহলের।

এ দিকে, সূর্যের ফিটনেস নিয়ে একটা সংশয় ছিল। তবে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে দেওয়া ফিটনেস পরীক্ষায় তিনি পাস করে গিয়েছেন। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "এশিয়া কাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে আর সমস্যা নেই সূর্যকুমারের। কিছু দিন আগে পর্যন্ত উৎকর্ষ কেন্দ্রে ছিল সূর্য। এখানে রিহ্যাব করার পর ওকে ফিট ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনী বৈঠকে ওকে দেখা যাবে।"

এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দল আগেভাগে রওনা দেবে বলে ঠিক করা হয়েছে। তবে আমিরশাহিতে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না তারা। বেঙ্গালুরুতে একটা ছোট প্রস্তুতি শিবির করার কথা থাকলেও তা হচ্ছে। টিম ম্যানেজমেন্টের মতে, একটু আগে আমিরশাহি গিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলেই হবে। কবে রওনা দেবে দল তা এখনও জানা যায়নি।

দুর্গাবাড়িতে যথাযোগ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো মনসা পূজা

আগরতলা, ১৭ আগস্ট : ঐতিহ্য মেনে রবিবার আগরতলার দুর্গা বাড়িতে ঘটা করে অনুষ্ঠিত হলো মনসা মায়ের পূজা। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে প্রতিবছর এই পূজার আয়োজন করা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, মনসা দেবী শিবের কন্যা এবং সর্পদেবী রূপে পূজিতা হন। এদিন দুর্গা বাড়ি প্রাঙ্গণে ভক্তদের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজন্য আমল থেকেই প্রথা মেনে দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই পূজা। ভক্তদের পূজা অর্চনা, প্রদীপ জ্বালানো ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে দিনভর ধর্মীয় আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে দুর্গা বাড়ি। স্থানীয়রা জানান, মনসা মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করলে অকল্যাণ দূর হয় এবং পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি নেমে আসে।

এই পূজাকে কেন্দ্র করে দুর্গা বাড়িতে জমজমাট পরিবেশের পাশাপাশি ভক্তদের গভীর আস্থা ও ভক্তিভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

উদয়পুরের পর তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে ট্রাকশন সাব স্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: রবিবার, রাজ্যের রেল পরিষেবায় আরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। উদয়পুর স্টেশনের পর এবার তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনেও বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের জন্য রেলওয়ে ট্রাকশন সাব স্টেশনে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম -এর উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে ১শ্র২১.৬ এমভিএ, ১৩২/২৭ কেভি সাব-স্টেশন সফলভাবে চালু হয় এদিন।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু, সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার কমল কৃষ্ণ দাস, সিনিয়র ম্যানেজার এর উতপল কর, ম্যানেজার এর বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্মকর্তারাপি.সি. মীনা, কমল কিশোর ও স্বরূপ কুমার সাহা। সকলের উপস্থিতিতেই নতুন সাব-স্টেশনকে কার্যকরভাবে চালু করা হয়।

বিদ্যুৎ সংযোগের এই অগ্রগতি রাজ্যের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন শুধু রেল পরিবহণকেই নয়, তেলিয়ামুড়া এবং আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা ও স্থায়িত্বকেও বাড়িয়ে তুলবে। ফলে যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা পাবেন আরও উন্নত, নিরবচ্ছিন্ন ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারত সরকারের বৈদ্যুতিক রেল চলাচল সম্প্রসারণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যে ধাপে ধাপে সাব-স্টেশন নির্মাণ ও সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ পরিকাঠামো যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনি পরিবহণ খরচ কমার পাশাপাশি দূষণ হ্রাসেও সহায়ক হবে। তেলিয়ামুড়ায় সাব-স্টেশন চালুর মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার রেল নেটওয়ার্কে আধুনিকতার আরও এক ধাপ যোগ হলো, যা রাজ্যের উন্নয়ন যাত্রায় এক বড় মাইলফলক হয়ে থাকবে।

কুঁড়েঘরে আগুন লেগে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগস্ট: তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট ব্যারাজ সংলগ্ন তুই মধু এলাকার মুসলিম বস্তিতে রবিবার সন্ধ্যা রাতে ঘটলো এক হৃদয়বিদারক অগ্নিকাণ্ড। দরিদ্র কুঁড়েঘরে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয় গোটা ঘর। ঘরের ভেতরে আটকা পড়ে দাউদাউ আগুনে পুড়ে প্রাণ হারালেন এক বৃদ্ধা মহিলা।

মৃতার নাম জবেদা বিবি (৭০)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই কুঁড়েঘরেই একা বসবাস করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কেরোসিনের বাতির অগ্নিশিখা থেকে হঠাৎ করে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। প্রতিবেশীরা প্রাণপণ চেষ্টা চালালেও আগুনের লেলিহান শিখার সামনে কিছুই করার ছিল না। তাদের অসহায় চিৎকারের মাঝেই জ্বলন্ত ঘরের ভেতরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন জবেদা বিবি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল কর্মীরা ও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ পৌঁছায়।

তবে তার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় সবকিছু। অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠেন এলাকাবাসী। একজন অসহায় বৃদ্ধার এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, জীবনের শেষ দিনগুলোতে একা, অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছিলেন জবেদা বিবি। তাঁর মৃত্যু শুধু এক পরিবারের ক্ষতি নয়, পুরো সমাজকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলে এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ভস্মীভূত ঘরের ছাই আর মৃত্যুর যন্ত্রণার নীরব সাক্ষী।

কলমচৌড়া বাজারের বেহাল অবস্থা, ক্ষোভে ব্যবসায়ী মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ আগস্ট: সোনামুড়া মহকুমার একটি অন্যতম প্রাচীন বাজার হল কলমচৌড়া বাজার। বাজারটি উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব অংশে অবস্থিত। মঙ্গলবার এবং শুক্রবার হাটবার, ওই হাট বারে তিন চারবার গাও সভার, ক্রেতা বিক্রেতা উপস্থিত হন। আজ থেকে তিন-চার মাস পূর্বে বাজার স্যাড ঘর ছিল কৃষকরা উৎপাদিত ফসল, ব্যবসায়ীরা বেচা বিক্রি করার জন্য রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে শেটে বসতো। সেগুলি ছিল অর্ধভগ্ন অবস্থা, ছাউনি ছিদ্র ছিল। মাছ শুটকি চাউল বাজেমাল অন্য সামগ্রী বসার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঝড় বৃষ্টি তুফান আসলে ব্যবসায়ীদের বড়ই কষ্ট হতো।

ব্যবসায়ীদের দুঃখ কষ্ট দুর্দশা দেখে, উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বিধায়ক তাদের উন্নত থেকে উন্নত করার জন্য শেড ঘর বানিয়ে দেওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করে বাজারে, পুরাতন শেড ছাউনি ভেঙে, দিয়ে মাটিকাটা শুরু করে। ১৫ দিন থেকে এক মাসের মধ্যে পুরো বাজারের মাটিকাটা শুরু করে বাজার রাস্তার লেভেলে সমান করে দেবে তারপর কাজ শুরু হবে শেড ঘর নির্মাণের কাজ। ব্যবসায়ী মহল এবং উৎপাদিত কৃষকরা খুবই আনন্দিত হন, নতুন করে বাজারকে উন্নত করে ঢেলে সাজানোর খবর শুনে।

কিন্তু বর্তমান অবস্থা এতটাই বেহাল বাজারের মাটি, চার ভাগের একাংশ কেটে নিয়েছে বাকি ৩ অংশ এখনো রয়ে গেছে পড়ে। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা করার জন্য বক্সনগর সোনামুড়া রাস্তার দুপাশে ছাউনি করে অস্থায়ীভাবে বসছে। কিন্তু আজ চার মাসের অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ও বাজারের মাটি কাটা শেষ হয়নি। ফলে রাস্তার দুপাশে দোকান নিয়ে বসতে হয়, ঝড় বৃষ্টি তুফান আসলে তাদের অনেক পন্য সামগ্রী নষ্ট , এবং দুর্ভোগ পড়তে হয়। তাতে করে বেচা বিক্রি ক্ষতির শিকার হন ব্যবসায়ীরা।তার পাশাপাশি কলম চৌড়া, বাজার থেকে উত্তর দিকে বাজার টিলা পাড়ার রাস্তা। বাজার এবং পাড়ার রাস্তা একই রাস্তা।

বাজারের মাটি কাটার ফলে উত্তর কলমচৌড়া পাড়ার রাস্তা নষ্ট হয়ে যায়। আসা-যাওয়ার মত পরিস্থিতি নেই। চলাচলের অযোগ্য, পাড়াতে বাইক অটো গাড়ি উঠানো নামানো যায় না। ফলে রাতে বিকালে রোগীদের হসপিটালে নেওয়ার মতো ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। নেই কোন পাড়ায় একাধিক রাস্তার ব্যবস্থা। বেহাল দশা জনজীবন বিপর্যস্ত। এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে, তাদের একটাই দাবি, যত দ্রুত পাড়ার রাস্তা এবং বাজারের কাজ করে দেওয়ার জন্য, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং এম এল এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ কাজ শুরু হয়।

রাবার মিশন সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে শুধু পাহাড়ি অঞ্চলে কর্মসংস্থানই বাড়বে না, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগস্ট: ত্রিপুরার পাহাড়ি টিলা অঞ্চলের অনাবাদি ভূমিকে কাজে লাগাতে মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে প্রশাসনিক উদ্যোগ জোরদার হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য টিলা জমিতে রাবার চারা রোপণের মাধ্যমে জনজাতি পরিবারগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদে গ্রামীণ অর্থনীতিকে নতুন গতি দেওয়া।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিয়মিতভাবে পাহাড়ি জনপদগুলি পরিদর্শন করছেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়াচ্ছেন। তিনি বলেন, “রাবার মিশন সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে শুধু পাহাড়ি অঞ্চলে কর্মসংস্থানই বাড়বে না, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।”

মন্ত্রী আরও জানান, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীনে ১,০০০-এর অধিক হেক্টর টিলা জমি রয়েছে। বর্তমানে সেখানে সীমিত আকারে কৃষিকাজ বা জুম চাষ হয়। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনের আওতায় এই জমিতে রাবার চারা রোপণ করলে পাহাড়ি পরিবারগুলির দীর্ঘস্থায়ী আয়ের পথ সুগম হবে।

সরকারি এই পদক্ষেপকে ঘিরে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, প্রকল্পটি যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়, তবে আগামী দিনে রাবার চাষ হবে পাহাড়ি পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার স্তম্ভ এবং ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি।

মহারাজা বীর বিক্রমের ঐতিহ্য রক্ষায় ঐক্যের আহ্বান প্রদ্যোত দেববর্মার

আগরতলা, ১৭ আগস্ট: ত্রিপুরার গর্ব, আধুনিক ত্রিপুরার রচয়িতা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে একতা, ভালোবাসা ও মানবিকতার বাতাবরণ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর মানিক্য দেববর্মন। রবিবার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ত্রিপুরাবাসীকে দিনটি উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন।

রবিবার এক আবেগঘন পোস্টে প্রদ্যোত বলেন, “মহারাজা শুধু একজন রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পথপ্রদর্শক। তাঁর অবদান আমরা ভুলে গেলে, আমাদের আত্মপরিচয় হারিয়ে যাবে।” তিনি আরো বলেন, “যদিও আজ দেশে রাজতন্ত্র নেই, তবে রাজাদের অবদান আমরা ভুলে গেলে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচয় হারিয়ে যাবে। মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি।”

প্রদ্যোত আরও জানান, ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগেই ত্রিপুরার নিজস্ব সংবিধান ছিল, যা মহারাজার প্রগতিশীল মনোভাবের প্রমাণ। তিনি বলেন,“একজন মহান শাসক শুধু উন্নয়নই করেন না, তিনি মানবতাও লালন করেন। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গে) নির্যাতনের শিকার মানুষদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মহারাজা, মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে।”

এই ১৯ আগস্ট, মহারাজার জন্মবার্ষিকীতে শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ, হাসপাতালের রোগীদের মাঝে খাবার পৌঁছে দেওয়া, নিজ নিজ গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখা, একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করার বিশেষ অনুরোধ করেন মথা সুপ্রিম।

প্রদ্যোত স্মরণ করিয়ে দেন“যদি মহারাজা আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, ত্রিপুরা আজ আরও এগিয়ে থাকত। কিন্তু আজও, আমরা তাঁর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি — একমাত্র ঐক্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে।” তিনি আরো বলেন,“ঘৃণা নয়, ভালোবাসা শেখান। বিভাজন নয়, ঐক্য গড়ে তুলুন। এই দিনটিকে শুধুই স্মরণ নয়, বরং কর্মের মাধ্যমে উদযাপন করুন।”

মেধাবী অভাবী পড়ুয়া আকাশ মজুমদারের পাশে দাঁড়ালেন এডভোকেট প্রবীর কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ আগষ্ট: লেখাপড়া করে মানুষ হতে চায় চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দিনা মুড়া এলাকার মেধাবী অভাবী পড়ুয়া আকাশ মজুমদার। তার বাবা বিশ্বনাথ মজুমদার বিছানায় শয্যাশায়ী। তার মা শান্তি মজুমদার ভীষণভাবে অসুস্থ। এরপরেও তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু তিনি আর পেরে উঠতে পারছেন না। আকাশ মজুমদারের পিতা ও মাতার অভাবী সংসারের খবর ০৮/০৮/২৫ ইং জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর চড়িলাম প্রতিনিধি হারাধন দেবনাথ এর কাছে ফোন আসে সোনামুড়া আদালতের সিনিয়র এডভোকেট প্রবীর কুমার দেবের মোবাইল থেকে। উনি আকাশ মজুমদার এর পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে চান।

এমনকি রবিবার সকালে আকাশের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন এডভোকেট প্রবীর কুমার দেব। সাথে উনার সাথে ছিলেন সিপাহীজলা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশীষ দত্ত। দক্ষিণ চড়িলাম চান্দিনা মুড়া এলাকার মেধাবী ছাত্র আকাশ মজুমদারের মায়ের সাথে পড়াশোনার বিষয়ে কিছুক্ষন কথা বলেন। এমনকি নগদ অর্থরাশি দশ হাজার টাকা আকাশের মায়ের হাতে তুলে দেন পড়াশোনার জন্য। অন্যদিকে দেবাশীষ দত্ত আকাশের পড়াশোনার খাতা,কলম তুলে দেন।বর্তমানে সে দশম শ্রেণী পড়ুয়া মেধাবী ছাত্র হলেও তাকে আরো ভালো করে পড়াশোনা করার সুপরামর্শ দেন সোনামুড়া আদালতের সিনিয়র এডভোকেট প্রবির কুমার দেব। ভবিষ্যতে আকাশের পড়াশুনা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে চান সিনিয়র এডভোকেট প্রবীর কুমার দেব। আকাশের বাবা নিজেও অসুস্থ গোটা সংসারের ভার তার উপর নেই কোন কাজকর্ম। রেশন কার্ড তাদের বিপিএল শুধুমাত্র সরকারি ঘর পেয়েছে আর কিছু পায়নি। তার ছেলে এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সে পড়তে চায় রবিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের কাছে হাত জোড় করে অভাবী মা এবং মেধাবী সন্তানের পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্যের আবেদন করেন সিনিয়র এডভোকেট প্রবীর কুমার দেব এর কাছে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন অভাবী মা।

আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপির রণকৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপির রণকৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে রবিবার দুপুরে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

দলীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ও দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ আহ্বানে এই বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। জানা গেছে, দিল্লির এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, আদিবাসী উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে পৌঁছানো এবং বিজেপির সামগ্রিক রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করা হবে। ত্রিপুরার রাজনীতিতে এডিসি নির্বাচন সবসময়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই বৈঠককে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বাড়ছে আগ্রহ। পর্যবেক্ষকদের মতে, এডিসি নির্বাচনে সাফল্য অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশনা ও কৌশল আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজনৈতিক মহলের জোর জল্পনা, দিল্লির এই বৈঠকের পর বিজেপি সংগঠন আরও গতিশীল হয়ে মাঠে নামবে এবং নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক সংকট, রোগী-পরিজনের ক্ষোভ

সোনামুড়া, ১৭ আগস্ট : ফের সংবাদের শিরোনামে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ, জরুরি বিভাগে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চিকিৎসকের দেখা মেলে না। এতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

রোগী-পরিজনের দাবি, হাসপাতালে দাঁড়িয়ে থেকে চিকিৎসকের অনুপস্থিতি স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল চিত্রকে সামনে নিয়ে আসছে। জরুরি পরিস্থিতিতে রোগীদের ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক সংকটে ভুগছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। তবে বারবার অভিযোগ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ।

স্বাস্থ্য পরিষেবার এমন বেহাল অবস্থায় জনমানসে প্রশ্ন উঠছেজরুরি মুহূর্তে যদি চিকিৎসকেরই দেখা না মেলে, তবে সাধারণ মানুষ ভরসা খুঁজবে কোথায়?

প্রতিবেশীর আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত মহিলা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৭ আগস্ট: প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদের জেরে হাতাহাতির ঘটনা গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। কুমারঘাট মহকুমার অধীনে ফটিকরায় গোকুলনগর এলাকায় শনিবার রাত্রিবেলা মারপিটের ঘটনা ঘটে। এই মারপিটের ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় এক মহিলা বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কুমারঘাট মহকুমার অধীনে ফটিকরায় গোকুলনগরের বাসিন্দা শশীকান্ত সিনহা শনিবার রাত্রিবেলা পাড়ার একটি কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন, তখন নাকি একটি গাছকে কেন্দ্র করে উনার স্ত্রী অনিতা দেব সিনহার সাথে ওই এলাকার বাসিন্দা প্রীতম দেব, মৃণাল দেব এবং মঞ্জু দেবের প্রথমে বাকবিতন্ডা হয়। অভিযোগ এরপর নাকি অনিতা দেব সিনহাকে মাটিতে ফেলে ওরা বেধড়কভাবে মারধর করে। যার ফলে ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। প্রথমে উনাকে ফটিকরায় প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে উনার অবস্থা বেগতিক দেখে চিকিৎসকরা কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেয়। উনার শারীরিক অবস্থা উন্নতি না হওয়ার কারণে জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আহত মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালের রেফার করে দেয়। মহিলার পরিবারের লোকেদের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল। চিকিৎসা করানোর মতো তাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ নেই, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে একটি গাছ নিয়ে ঝামেলা চলছিল। তার রেশ ধরে গতকাল রাত এই ঘটনা ঘটে। আজ দুপুর বেলা ফটিকরায় থানায় অভিযুক্তদের নামধাম দিয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আহত মহিলার পরিবারের লোকেরা।

কুড়ি লক্ষাধিক টাকার গাঁজা সহ আটক এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৭ আগস্ট: আবারো গাঁজা উদ্ধার সংক্রান্ত অভিযানে ব্যাপক সফলতা অর্জন করলো মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ। সাম্প্রতিক সময়ে মুঙ্গিয়াকামিতে নবনিযুক্ত ওসি সনেস দেববর্মার নেতৃত্বে গাঁজা উদ্ধার সংক্রান্ত বা নেশা বিরোধী একাধিক সফল অভিযান নিশ্চিতভাবে মহকুমা এলাকাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে এসেছে।

আজকের এই সফল অভিযান সম্পর্কে থানার ওসি জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে থানা এলাকার ৪১ মাইল এলাকার নাকা পয়েন্টে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে এই সফল অভিযান সংঘটিত করা হয়। পুলিশের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে টিআর০১-এওয়াই-১৫৭৯ নম্বর এর ছোট মালগাড়ি আটক করে ৬৭ প্যাকেট প্রায় ১৩৪ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য কুড়ি লক্ষাধিক টাকা, সেই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালককেও আটক করা হয়েছে দাবি পুলিশের। পুলিশের এই সফল অভিযান সংক্রান্ত সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

জনজাতীয় গৌরব বর্ষ — ২০২৫ উপলক্ষে জিরানিয়া মহকুমা উপ-বিভাগীয় জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের বিশেষ শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট: জনজাতীয় গৌরব বর্ষ — ২০২৫ (১৫ই নভেম্বর, ২০২৪ থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৫) উদযাপনের অংশ হিসেবে জিরানিয়া মহকুমা উপ-বিভাগীয় জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে ৯ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। হরি মঙ্গল পাড়া, মাহিন্দা পাড়া ও রাধামনি পাড়ায় অনুষ্ঠিত এই শিবিরে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আধার কার্ড, জন্ম সনদ, বিবাহ সনদ ও এসটি সার্টিফিকেটসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। ফলে দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে যাওয়ায় গ্রামের মানুষকে আর দপ্তরে দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে না।এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া উপ-বিভাগীয় জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক অরিজিৎ দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবক সমীর দেববর্মা সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।স্থানীয়রা আনন্দ প্রকাশ করে জানান, এ ধরনের শিবিরের মাধ্যমে তারা সময় ও অর্থ সাশ্রয় করে সহজেই সরকারি সেবা পাচ্ছেন।

উপ-বিভাগীয় জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক অরিজিৎ দেববর্মা বলেন,“বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গ্রামীণ ও জনজাতি অংশের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই লক্ষ্য পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।”অন্যদিকে, সমাজসেবক সমীর দেববর্মার নিয়মিত প্রচেষ্টা ও এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হিসেবে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা শিবিরে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেতুবন্ধনে তাঁর উপস্থিতি এলাকাবাসীর কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে।গ্রামবাসীদের মতে, এ ধরনের শিবির প্রকৃত অর্থেই জনকল্যাণের পথ প্রশস্ত করছে।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ধলাই জেলা ও কমলপুর মহকুমার দ্বিতীয় ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ আগস্ট: রবিবার কমলপুর নজরুল ভবনে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ধলাই জেলা ও কমলপুর মহকুমার দ্বিতীয় ত্রি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা ও কমলপুর মহকুমার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ধলাই জেলা সম্মেলন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উপস্থিত দুই বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ও স্বপ্না দাস পাল।

তাছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির, সারা ভারত আর কে এম এস কার্যকারী সভাপতি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভারী শঙ্কর দেব, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের প্রদেশ সভাপতি পার্থ পাল ধলাই জেলার টি আর কে এস সভাপতি বিপ্লব দেববর্মা প্রমুখ।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন কমলপুর টি আর কে এস সভাপতি শিবেন্দ্র বৈদ্য। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত আর কে এম এস কার্যকারী সভাপতি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভারী শঙ্কর দেব বলেন, মানুষ দেশকে ভালবাসতে শিখেছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এখন রাষ্ট্র ভাবনা আছে। ভারত এখন শক্তিশালী দেশ। নরেন্দ্র মোদী মাথা নিচু করে না।বিশ্বের যেকোন রাষ্ট্র প্রধানের চোখে চোখ রেখে কথা বলেন। সারা বিশ্বে মধ্যে যুব শক্তিতে ভারত এগিয়ে। এই যুব শক্তিকে দুর্বল করার জন্য চক্রান্তকারীরা বিভিন্ন নেশা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas